CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-251 ■ 21 June, 2025 ■ আগরতলা ২১ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৬ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গত দশকে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যকে জয় করেছেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন।। আজ বিহারের সিওয়ানে ৫, ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাবা মহেন্দ্র নাথ এবং বাবা হংস নাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি মা থাওয়ে ভবানী এবং মা অম্বিকা ভবানীকেও প্রণাম জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, দেশরত্ন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গত দশকে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। এটি একটি রেকর্ড।

সিওয়ানকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অনুপ্রেরণামূলক ভূমি হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, এই ভূমি দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে এবং সংবিধানকে শক্তিশালী করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, সিওয়ান দেশকে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো একজন মহান সন্তান উপহার দিয়েছেন, যিনি সংবিধান প্রণয়ন এবং দেশের দিকনির্দেশনা উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিওয়ানের মহান সমাজ সংস্কারক ব্রজ কিশোর প্রসাদের অবদানের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শ্রী মোদী খুশি প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই মহান জীবনীদের উদ্দেশ্যকে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দৃঢ় সংকল্পের সাথে এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন, আজকের এই কর্মসূচি এই নিরন্তর প্রচেষ্টারই একটি অংশ। প্রধানমন্ত্রী এই মঞ্চ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেন, এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি বিহারকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং একটি সমৃদ্ধ রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শ্রী মোদী বলেন, প্রকল্পগুলি সিওয়ান, সাসারাম, বক্সার, মতিহারি, বেত্তিয়া এবং আরার মতো অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগগুলি দরিদ্র, বঞ্চিত, দলিত, মহাদলিত, পিছিয়ে পড়া এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জীবনকে সহজ করবে এবং এই প্রকল্পগুলির জন্য বিহারের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

শ্রী মোদী জানান, তিনি সবেমাত্র বিদেশ সফর থেকে ফিরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সফরের সময় তিনি বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশের নেতাদের সাথে আলোচনা করেছেন। বিশ্ব নেতারা ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে গভীরভাবে মুগ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, এই নেতারা ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখতে চাইছেন এবং বিহার এই রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, একটি সমৃদ্ধ বিহার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এক্ষেত্রে বিহারের জনগণের শক্তি এবং সক্ষমতার প্রতি আস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। রাজ্যে অনাচারের যুগ নির্মূল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিহারের আজকের যুবসমাজ দুই দশক আগে রাজ্যের অবস্থা কেবল গল্প এবং উপাখ্যানের মাধ্যমেই জানে। সেই দুঃশাসনের সময়কালে বিহারের যে অবনতি হয়েছিল তা তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশ গ্রহণ করতে রাজ্যে এলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশগ্রহন করতে শুক্রবার রাজ্যে এলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার নীরমহলে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক যোগা দিবসে অংশ নেবেন তিনি। সাথে থাকবেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন রাজ্যে এসে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এর বাবার আকস্মিক প্রয়ানে শান্তিরবাজার তুইকর্মস্থিত উনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিদেশী আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পাশাপাশি পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান।

তৎসঙ্গে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়ের বাবা, উদয়পুর পুর পরিষদের কাউন্সিলার নুপুর নন্দীর স্বামী এবং উদয়পুর রমেশ স্কুলের শিক্ষক মনোজিৎ ধরের মায়ের প্রয়ানে তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েও প্রয়াতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সববেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেন। শিক্ষক মনোজিৎ ধরের বাবা মোহিতরঞ্জন ধর ছিলেন রমেশ স্কুলেরই শিক্ষক।

যাত্রীবাহী অটো থেকে ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য খোয়াই থানার পুলিশ। অভিযানে যাত্রীবাহী অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ২৪৭টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে খোয়াই থানী পুলিশ নাকা চেকিংয়ে বসে। ওই সময় সন্দেহভাজন একটি যাত্রীবাহী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয়দের ফেরাতে আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ইরান

নয়াদিল্লি, ২০ জুন।। ভারতীয়দের ফেরাতে আকাশসীমায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ইরান। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে 'অপারেশন সিন্ধু'-র আওতায় প্রায় ১,০০০ ভারতীয় নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই ছাত্র, ইরানের মাশহাদ থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ব্যবস্থায় তিনটি চার্টার্ড বিমানের জন্য আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে ইরান। ইরানের দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন মোহাম্মদ জাভেদ হোসেইনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিমানের ব্যবস্থাও করা হবে।

তিনি বলেন, "আমরা ভারতীয়দের আমাদের নিজের মতন মনে করি। ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকলেও এই বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের নিরাপদে ফেরাতে আমরা ছাড় দিচ্ছি।"

তেহরানে ইজরায়েলি হামলার পর রাজধানী থেকে ভারতীয় নাগরিকদের কোম হয়ে মাশহাদ-এ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকার ইরানি বিমান সংস্থা 'মাহান এয়ার'-এর মাধ্যমে চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছে।

হোসেইনি আরও জানান, "তেহরান থেকে কোম, তারপর মাশহাদে সরিয়ে নেওয়া প্রায় ১, ০০০ ভারতীয় নাগরিককে তিনটি বিমানে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হবে। আজ রাতেই প্রথম বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরে নামবে এবং শনিবার আরও দুটি বিমান ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে আসবে।" তিনি নিশ্চিত করেছেন, ইরান সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

ইরানি কর্মকর্তা বলেন, "যেসব ভারতীয় ইরান ছাড়তে চান, তাঁদের জন্য আকাশপথে কিংবা তৃতীয় দেশ হয়ে সড়কপথে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"

তিনি আশ্বস্ত করেন, ইরানে অবস্থানরত সকল ভারতীয় বর্তমানে নিরাপদে রয়েছেন। তবে সম্প্রতি তেহরানে এক ছাত্রাবাসে ইজরায়েলি বিমান হানায় কিছু ভারতীয় ছাত্র আহত হয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ১১০ জন ভারতীয় ছাত্র ইরান থেকে আর্মেনিয়ায় সড়কপথে পৌঁছে সেখান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে, যার জেরে এই বিশেষ উদ্ধার অভিযান শুরু করে ভারত সরকার। 'অপারেশন সিন্ধু'-র আওতায় ইরান ও ইজরায়েল থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে ফেরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নয়াদিল্লি।

সাব্রুমে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

এবছর জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৬১২ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নয় সেই সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানোই হল প্রকৃত উন্নয়ন। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। সরকার নানা পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদের উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম টাউনহলে জেলার ১৯টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩২ কোটি টাকার ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী রিমোটে বোতাম টিপে ভার্চুয়ালি এই ১৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাব্রুম নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, এমডিসি কংজাং মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি প্রমুখ।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সারা রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। আরও অনেকগুলি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। সকলে মিলে গড়ে তোলা হবে সমৃদ্ধশালী ভারত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ফায়ার স্টেশন, অফিস গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্যে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে হচ্ছে উন্নয়নের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছর জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৬১২ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রথযাত্রা

রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। আগামী ২৭শে জুন রথযাত্রার উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে আগরতলাস্থিত ইসকন মন্দির। আর এই রথ যাত্রার সূচনা হবে পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বলে জানান ইসকন মন্দিরের এক সন্ন্যাসী। আগামী ২৭ শে জুন সনাতনীদের রথযাত্রা উৎসব। আর এই রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে আগরতলা স্থিত ইসকন মন্দির। ২৭ শে জুন বিকাল তিনটায় পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে বের হবে ইসকনের রথ। সেখানে সংক্ষিপ্ত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য ভিআইপিরা।

পরবর্তীতে তিন তিনটি রথ জগন্নাথ ,বলদেব সুভদ্রা কে নিয়ে সুসজ্জিতভাবে নগর পরিক্রমায় বের হবে। নগর পরিক্রমা শেষে পুনরায় পূর্বাশা প্রাঙ্গনে মাসির বাড়িতে ফিরে আসবে। সেখানে সাত দিনব্যাপী থাকবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে। পরবর্তীতে সেখান থেকে উল্টো রথে করে ইসকন মন্দিরে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা যাত্রা করবে। সরকারি নির্দেশনা মেনে কাঠ দিয়ে এবং উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি হচ্ছে তিন তিনটি রথ এমনটাই জানালেন ইসকন মন্দিরের একজন সন্ন্যাসী।

চাকরির খোঁজে অবৈধ ভাবে ভারতে এসে ধরা পড়ল বাংলাদেশী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। চাকরির খোঁজে অবৈধভাবে ভারতে এসে বিপাকে পড়লেন এক বাংলাদেশী যুবতী। নিজ দেশে ফিরে যেতে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন ওই যুবতি। তাকে কোনো পাচারকারীর হাতে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ করেছেন ওই যুবতী।

ওই যুবতী জানিয়েছেন, ফেসবুকে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় ওই যুবতীর। তাকে ভারতের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে অবৈধ উপায়ে ভারতে নিয়ে আসে ওই ব্যক্তি। গত ডিসেম্বর মাসে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন তিনি। গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ আগরতলা রেল স্টেশনে প্রশাসনের হাতে ধরা পড়েন ওই যুবতী। আদালত থেকে জামিন পেলেও জামিনের টাকা না দিতে পারায় জেল থেকে বের হতে পারেননি। ৫ মাস জেলে থাকতে হয় তাকে। এরই মধ্যে সোমনাথ মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি তাকে জেল থেকে জামিনে ছাড়িয়ে আনে বলে জানিয়েছেন ওই যুবতী। কিন্তু ওই যুবতীকে ছড়িয়ে আনার সময় অটোতে বসে সোমনাথ নাকি আরেকজনকে ফোন করে। তখন মহিলার সন্দেহ হয় তাকে হয়তো বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই তিনি অটো থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত সোমনাথ মন্ডল নাকি তাকে মারধর করে, এমনকি তার জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত অটো থেকে নেমে পড়ে ওই যুবতি। তিনি শুক্রবার পশ্চিম আগরতলা থানায় এসে সোমনাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। এখন নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইছেন। এবিষয়ে প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন ওই মহিলা।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জুন।। উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি আশ্রমপাড়া এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষম যুবক জয়দেব দাস সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে।

প্রতিদিনের মতো স্কুটিতে সবজি নিয়ে মাতাবাড়ি বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পা হারাতে বসেছেন উদয়পুরের বিশেষভাবে সক্ষম যুবক জয়দেব দাস।

উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায় আজ সকালে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। জয়দেব দাস (২৭) প্রতিদিনের মতোই স্কুটিতে করে উদয়পুর চন্দ্রপুর আশ্রমপাড়া থেকে সংসার প্রতি পালনের উদ্দেশ্যে সবজি নিয়ে মাতাবাড়ি বাজারের বিক্রির উদ্দেশে রওনা দেন। পথেই আগরতলা বিলোনিয়াগামী যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় জয়দেব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মোদী সরকার এখন পর্যন্ত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। সরকারি তথ্যে অনুযায়ী ত্রিপুরায় বেকার সংখ্যা বর্তমানে ১৪.৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে করে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

এদিন তিনি বলেন, আরএসএস বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তির সময়কালকে দেশের অমৃতকাল বলে আখ্যায়িত করে সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী তাঁর শাসনকালে ১১ বছরে সৃষ্ট দেশের মূল সমস্যাদি নিয়ে যাতে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে না হয়, তার জন্য যেমন সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে যাচ্ছে তেমনি এই বিষয়গুলি নিয়ে পার্লামেন্টে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নের জবাবও এড়িয়ে যাচ্ছে, বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসতে বিজেপি সরকার জনগনকে ভুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার গঠন হওয়ার পর বেকার সমস্যা সমাধান হবে। কিন্তু দেখা গিয়েছে ২০১৪ সালে দেশে বেকারী ৫.৪ শতাংশ ছিল। ২০২৫ সালে সরকারি তথ্যেই ৭.৯ শতাংশ (আইএলও রিপোর্ট সংখ্যাটা ৯.৩ শতাংশ)। এর মধ্যে ত্রিপুরায় সংখ্যাটা বর্তমানে ১৪.৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের শূন্যপদ ৯.৬৪ লক্ষ।

এদিন তিনি আরও বলেন, এ বছরের বাজেটেই ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিলগ্নীকরণ করার মাধ্যমে আয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণখেলাপীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৬৫ জন। এরা প্রায় সকলেই মোদি বান্ধব বলে পরিচিত।এসময়ে কপোরেটদের শুধু ২০২০-২০২৪ সালেই মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে। অথচ কৃষকদের ঋণ মকুব না করার কারণে ১ লক্ষ ৪৭৪জন কৃষক এই সময়ে আত্মহত্যা করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ২০১৯-২০ সালের পর থেকে কৃষকদের আয় নিয়ে কোনওরূপ তথ্য প্রকাশ করছেন না। শুধু কৃষিতেই জীবিকা নির্বাহ করার কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৭ শতাংশ। কৃষির সাথে অন্যান্য কাজের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুল সংশোধন

শুক্রবার ২০ জুন প্রথম পাতায় প্রথম খবরের শিরোনামে 'রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০ জন এইডসে আক্রান্ত হচ্ছেন, উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী' প্রকাশিত হয়েছে। তার বদলে পড়তে হবে 'রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০ জন এইচআইভি-তে আক্রান্ত হচ্ছেন, উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী'। খবরেও '১২০ জন এইডসে আক্রান্তের' বদলে '১২০ জন এইচআইভি-তে আক্রান্ত' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

চিকিৎসক চিরঞ্জিতের কচ্ছপ ফুর্তিলালের স্থায়ী ঠিকানা সিপাহীজলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২০ জুন ।। এক কচ্ছপকে নিয়ে বিরল ঘটনা গন্ডাছড়ায়। যদিও বর্তমানে বিরল ঘটনার ওই কচ্ছপটি বনকর্মীদের হাত ধরে স্থায়ী ঠিকানা খোঁজে পেল সিপাহীজলার চিড়িয়াখানায়।

কচ্ছপ শাবকটির ঘটনাটি ঘটে প্রায় দুই বছর পূর্বে। গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বনামধন্য চিকিৎসক চিরঞ্জিত দাস মহকুমার ভগীরথপাড়া থেকে একটি চিকিৎসা শিবির সেরে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ফেরার সময় হাতিরমাথা বাজারে এসে দেখতে পান একজন জুমিয়া জুমে উৎপাদিত বিভিন্ন শাক সবজির পাশাপাশি একটি কচ্ছপের ছোট্ট শাবককে পায়ে বেঁধে বিক্রির উদ্দেশ্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। উক্ত দৃশ্যটি চিকিৎসক চিরঞ্জিত দাসের চোখ এড়াতে পারেনি।

দৃশ্যটি দেখেই গাড়ী থেকে নেমে সোজা ওই জুমিয়ার সঙ্গে কথা বলে ৭০০টাকায় কচ্ছপ ছানাটিকে ক্রয় করে নিজ আবাসনে নিয়ে আসেন। চিরঞ্জিতবাবু দেখতে পান কচ্ছপ ছানাটির একটি পায়ে যথেষ্ট ঘা এবং নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ওই কচ্ছপ ছানাটিকে দীর্ঘদিন লাগাতর চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেন চিকিৎসক চিরঞ্জিত দাস। চিরঞ্জিত বাবু আদর করে কচ্ছপটির নাম রাখেন ফুর্তিলাল।

গত দুই বছরে চিকিৎসক চিরঞ্জিত দাসের পরিবারের একজন নিয়মিত সদস্য হয়ে গিয়েছিল ওই কচ্ছপটি। দুই বছরে বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলো কচ্ছপটি।

শেষে গন্ডাছড়া মহকুমার বন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বৃহস্পতিবার কচ্ছপটিকে বন দপ্তরের পেট্রল অফিসার নভেন্দু ভট্টাচার্যের হাতে চোখের জলে দীর্ঘদিনের স্নেহ ভালোবাসা ভুলে তুলে দেন চিকিৎসক চিরঞ্জিত দাস। বৃহস্পতিবারই বন অফিসার ওই কচ্ছপটিকে নিয়ে পৌঁছান সিপাহীজলায়।

সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কচ্ছপটিকে তুলে দেন বন পেট্রল অফিসার নভেন্দু ভট্টাচার্য সহ বন কর্মীরা। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং চিকিৎসক হিসাবে চিরঞ্জিত দাসের এহেন ভূমিকায় খুশী বনকর্মী সহ এলাকার সাধারণ মানুষজন।

জামিনের আবেদন চেয়ে ওড়িশা হাইকোর্টের দ্বারস্ত ধিমান চাকমা

ভুবনেশ্বর, ২০ জুন ।। বরখাস্ত আইএএস আধিকারিক ও প্রাক্তন ধর্মগড় সাব-কালেক্টর ধিমান চাকমা শুক্রবার ওড়িশা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছেন। এর আগে ভিজিল্যান্স আদালত তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল।

সূত্রমতে, ঘুষ কাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে চাকমা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। গত ৯ জুন ভিজিল্যান্স বিভাগ তাকে ১০ লাখ টাকার ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। এছাড়াও, ভিজিল্যান্স দল চাকমার সরকারি বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে আরও ৪৭ লাখ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে। এরপর তাঁকে কালাহান্ডির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২১ জুন, ২০২৫ ইং
৬ আষাঢ় , শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কমিতেছে কর্মসংস্থান !

সারা দেশের সাথে রাজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। সরকারি চাকরির সংখ্যা খুবই সীমিত। বৃহৎ কোন শিল্পকল কারখানা না থাকায় বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই বলেই চলে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্ষমতায় আসিলেও বাস্তবে বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা কষ্টকর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে সমস্ত বেকারদের সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করা কোন সরকারের পক্ষেই কোনদিনই সম্ভব হইবে না। সেই কারণেই বহির রাজ্যের শিল্পকলা কারখানায় রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হইয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে বেকাররা। সারা দেশেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। ফলে মানুষ অসহায় হইয়া পড়িতেছে। বেকারত্ব গোটা দেশকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করিতেছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।

গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান কমিয়াছে, তেমনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারি রিপোর্টেই এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে করা 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজ সার্ভে' রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া সরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান কমিবার ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।এই সমীক্ষার আওতায় ছিল সিপিএসই। এর বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং সাবসিডিয়ারিগুলি, যেখানে সরকারের ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার রহিয়ায়েছে। এই সংস্থাগুলিতে ২০১৩-র মার্চে যেখানে ১৭.৩ লাখ কর্মী ছিল, ২০২২-এর মার্চে তাহা কমিয়া হইয়ায়েছে ১৪.৬ লাখ। সমীক্ষায় ৩৮৯টি সিপিএসই-কে নেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যে ২৪৮টি এখনওচালু রহিয়াছে।'সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, মোট কর্মসংস্থান ২.৭ লক্ষের বেশি হ্রাস ছাড়াও, কর্মসংস্থানের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। ২০১৩-র মার্চে মোট ১.৭ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ১৭ শতাংশ চুক্তিতে ছিলেন এবং ২.৫ শতাংশ অস্থায়ী বা দৈনিক মজুরির হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে চুক্তি কর্মীদের অংশ বাড়িয়া ৩৬ শতাংশ হইয়াছে যেখানে অস্থায়ী ও দিনমজুর শ্রমিকদের অংশ বাড়িয়াছে ৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সিপিএসই-তে নিযুক্তদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ চুক্তি বা নৈমিত্তিক কর্মীদের বিভাগে পড়িয়াছিল, যেখানে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এর হার ছিল ১৯ শতাংশ।'সংস্থা-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে সাতটি সিপিএসই আছে যেখানে গত দশ বছরে মোট কর্মসংস্থান ২০ হাজারেরও বেশি কমিয়াছে। তালিকার নেতৃত্বে রহিয়াছে বিএসএনএল, যেখানে কর্মসংস্থান প্রায় ১.৮ লাখ কমিয়াছে। এর পরে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এমটিএনএল— দুই সংস্থাতেই এই সময়ের মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ হারাইয়াছেন।'উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, যে সংস্থাগুলি চাকরি কমিবার তথ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লাভে চলা ও লোকসানে চলা উভয় সংস্থাই রহিয়াছে। যেমন এমটিএনএল এবং বিএসএনএল দেশের অ-লাভজনক ১০টি সিপিএসই-র তালিকায় নাম তুলিয়াছে। লোকসানে চলা, ঋণজর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ওএনজিসি দুই সিপিএসই ২০২১-২২ আর্থিক বছরে উচ্চ লাভে চলা সংস্থার তালিকায় স্থান পাইয়িছে। অর্থাৎ, সংস্থাগুলিতে কর্মী করাইয়া ফেলিবার একমাত্র কারণ মোটেই সংস্থাগুলির লোকসানে চলা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ কাজ হারাইয়াছেন। কর্মসংস্থান হারাইয়া ওইসব মানুষজন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তারা তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন। উত্তরণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিদেশে কীভাবে কাজ করে ?

বিভিন্ন সময় বিদেশের মাটিতে টার্গেট করে চালানো বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর নাম এসেছে। বিশেষ করে এসেছে তাদের গোয়েন্দা তৎপরতার গল্প। তাদের এসব অভিযানগুলোকে গোয়েন্দা উপন্যাসের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার প্রথমদিনেই ইরানে বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন। তবে এধরণের হামলা এটিই প্রথম নয়। ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন লেবাননের ইরানপন্থি শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ'র প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ। দক্ষিণ বৈরুতের দাহিয়াহ এলাকায় হাসান নাসরাল্লাহ এবং তার দলের অন্য সিনিয়র কমান্ডাররা নিহত হন। হেজবুল্লাহর যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। হেজবুল্লাহর সদস্যদের ব্যবহৃত পেজার ও ওয়াকি-টকির বিস্ফোরণ ঘটায় তারা যার কারণে প্রায় ৩৭ জন নিহত হন। ২০২৪ সালের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে হেজবুল্লাহর বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডার নিহত হয়েছেন, বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে এক সপ্তাহের মাথায়। এই সংগঠনটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এর আগে, ২০০৬ সালে এই দুই প্রতিপক্ষ এক অমীমাংসিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ২০২৪ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কূটনৈতিক ভবনকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইসরায়েল এবং এই হামলায় ইরানি বিপ্লবী গার্ড ও অন্যান্য কর্মীসহ মোট ১৩ জন নিহত হন। ওই বছর জুলাই মাসে আরেক হামলায় ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়ে তেহরানে নিহত হন।

ইসরায়েল এই হত্যার দায় স্বীকার করেনি, কিন্তু ধারণা করা হয় যে এই হামলার পেছনেও ইসরায়েলই ছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠেইসরায়েল কীভাবে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে এত সফল অভিযান চালাতে পারে? ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে? তাদের কী ধরণের সক্ষমতা রয়েছে? প্রধান দুই ইউনিট **মোসাদ:-** মোসাদ গঠিত হয় ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বছর পর, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে।

তাদের কাজ ছিল ইসরায়েলকে বাইরের হুমকি থেকে রক্ষা করা। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল ইসরায়েলের অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা।

শাবাক বা শিন বেট:- শাবাক বা শিন বেট গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। এই গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব হলো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিন বেট দাবি করে, তারা পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আসা হুমকির বিরুদ্ধে "অদৃশ্য ঢাল" হিসেবে কাজ করে।

আমান-আমান হলো ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, যা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাধারণ সদর দপ্তরের অধীনে কাজ করে। এই সংস্থার মূল কাজ হলো তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সামরিক কমান্ডকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা। ইসরায়েলে গোয়েন্দা সংস্থার ইতিহাস ইসরায়েলের অস্তিত্বের চেয়েও পুরনো। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 'শাই' নামে একটি গোয়েন্দা সংস্থা এখানে কাজ করত, যা ছিল ইহুদি আধা- সামরিক সংগঠন 'হাগানাহ'- এর গোয়েন্দা শাখা। ইসরায়েল সৃষ্টির পর 'আমান' তৈরি করা হয় হাগানাহর ধারণার ওপর ভিত্তি করে। আমান বেশ কয়েকটি ইউনিট নিয়ে গঠিত, তবে ৮২০০, ৯৯০০ এবং ৫০৪ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, যারা গাজায় ইসরায়েলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ইউনিটগুলোর দায়িত্ব হলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান থেকে আসা গোয়েন্দা ও সামরিক হুমকি সনাক্ত করা। গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে এমন খবরও প্রচারিত হয়েছিল যে, ইসরায়েল তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর আওতায় নতুন একটি ইউনিট যুক্ত করেছে, যার নাম 'ব্রাঞ্চ ৫৪'। এই ইউনিট সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে 'ব্রাঞ্চ ৫৪' দেশের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের অধীনে কাজ করবে এবং এর দায়িত্ব হবে ইরান ও বিশেষ করে 'পাসদারান-ই-ইনকিলাব' (ইরানি বিপ্লবী গার্ড) এর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া।

ইউনিট ৮২০০- ইউনিট ৮২০০-কে ইসরায়েলি গোয়েন্দা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয় এবং এই ইউনিটের মাধ্যমেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, এটি তাদের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট। তথ্য অনুযায়ী, ইউনিট ৮২০০-তে ১০ হাজারের বেশি লোক কাজ করে এবং এখানে যারা কাজ করে তারা এলিট এবং শিক্ষিত বাহিনী থেকে বাছাই করা। এমনও বলা হয়, এই ইউনিটে কাজ করা সদস্যদের সংখ্যা মোসাদ ও শিন বেটের সদস্যদের থেকেও বেশি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, গোয়েন্দাগিরির জন্য ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র বানানোর দায়িত্বও ইউনিট ৮২০০-এর। তারা তথ্য সংগ্রহ করে, তা বিশ্লেষণ করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠায়।

ইউনিট ৮২০০ ইসরায়েলের সব অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কাজ করে, যাতে তথ্য সংগ্রহের গতি বাড়ানো যায়। ইউনিট ৮২০০-কে দেওয়া দায়িত্বসমূহ:- যোগাযোগ ব্যবস্থার ওয়্যারট্যাপিং (গোপনে আড়ি পাতা)। গোয়েন্দা ও সামরিক তথ্য ডিকোড করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেট থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। সাইবার হুমকির শনাক্তকরণ। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য ইলেকট্রনিক ও সাইবার ডিভাইস তৈরি করা। প্রযুক্তির দিক থেকে ইউনিট ৮২০০-র তুলনা করা হয় বিশ্বের বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে। কারিগরি দিক থেকে একে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) সমতুল্য মনে করা হয়। ইউনিট ৮২০০-এর কার্যক্রম সবসময় গোপন রাখা হয়। তবুও সামরিক ও গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এই ইউনিট ইসরায়েলকে রক্ষা করতে কিংবা ইসরায়েলের হয়ে আক্রমণ করতে এক কথায় প্রতিরক্ষা ও হামলা উভয় ধরনের অভিযানে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনও বলা হয়, ২০১০ সালে ইরানে পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর সাইবার হামলায় ইউনিট ৮২০০ জড়িত ছিল। ইরানি স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করতে স্টাক্সনেট নামে একটি ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউনিট ৮২০০-এর উপ-কমান্ডার ইউরি সিভ ইসরায়েলি পত্রিকা হারেতসে-এ দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সাইবার জগতে ইরানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের মতো নজির পৃথিবীতে আর দুটি নেই।' ইউনিট ৮২০০ গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমে কাজ করা ব্যক্তি ও দলগুলোকেও ব্যবহার করে। এই ইউনিট গঠিত হয় ১৯৫২ সালে এবং প্রথম নাম ছিল "সেকেন্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইউনিট" অর্থাৎ, "দ্বিতীয় গোয়েন্দা পরিষেবা ইউনিট"। পরে এই ইউনিটকে ৮৪৮ বা ৫১৫ নামেও ডাকা হতো। বলা হয়, ১৯৬৭ সালের আরব দেশগুলোর সঙ্গে হওয়া ছয় দিনের যুদ্ধে ইউনিট ৮২০০ মিসর ও সিরিয়া থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে মূল ভূমিকা রেখেছিলো। এই যুদ্ধ ইসরায়েলিদের জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইউনিট ৮২০০ ইসরায়েলি মিডিয়ায় আলোচনায় আসে। আমেরিকান পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায়, হামাসের হামলার এক বছর আগে ইউনিট ৮২০০ হামাসের রেডিও পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে দেয়।

ইউনিট ৯৯০০- যদি ইউনিট ৮২০০-কে ইসরায়েলের 'কান' বলা হয়, তাহলে ইউনিট ৯৯০০-কে তার 'চোখ' বলা যেতে পারে। এই ইউনিটের দায়িত্ব হলো ছবি ও ভিডিও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। এজন্য এই ইউনিট স্যাটেলাইট, গোয়েন্দা বিমান ও ড্রোন ব্যবহার করে। এসব ছবি ও ভিডিওর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সেনা কমান্ডার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেয়াও এই ইউনিটের দায়িত্ব। ইউনিট ৯৯০০-র কাছে আধুনিক প্রযুক্তি আছে, যার মাধ্যমে তারা যুদ্ধে লিপ্ত ইসরায়েলি সেনাদের জন্য থ্রিডি মানচিত্র তৈরি করে দেয়।

সম্প্রতি, ২০২০ সালে এই ইউনিটের ভেতরে আরেকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার দায়িত্ব হলো গোয়েন্দা ড্রোনের কার্যক্রম আরও বাড়ানো। সেই ২০২০ সালে একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ইউনিট ৯৯০০-র ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখানোর জন্য। তখন মিডিয়া বলেছিল, নতুন ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এমন প্রযুক্তি চাচ্ছে যাতে নগর এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বাড়ানো যায়। তথ্য অনুযায়ী, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইরানকে পর্যবেক্ষণ করাও ইউনিট ৯৯০০-এর দায়িত্ব, যা ইসরায়েলের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট "হরাইজন ১৩" দিয়ে করা হয়।

ইউনিট ৫০৪- ইউনিট ৫০৪ গঠন করা হয়েছে মানুষের গোয়েন্দা তথ্য (হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স) সংগ্রহের জন্য। এই ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের ভেতরের হুমকিগুলো নজরে রাখা, তবে এর পাশাপাশি এই ইউনিট ইসরায়েলের সীমান্তের বাইরেও গুপ্তচর নিয়োগ করে। এই ইউনিটে কাজ করা সৈন্য ও গোয়েন্দারা গাজাসহ অন্যান্য দেশেও সক্রিয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, 'দেশের নিরাপত্তায় এই ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং এটি শত শত সফল অপারেশন চালিয়েছে, তবুও এই ইউনিটের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব কম লোক জানে।' ইউনিট ৫০৪ সাধারণ মানুষের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে এবং কাজের প্রয়োজনে তারা মোসাদ ও শিন বেট-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে। এই সব দায়িত্ব ছাড়াও ইউনিট ৫০৪ লেবাননের সীমান্তে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বও পালন করে। তবে ৭ই অক্টোবর হামলার পর ইউনিট ৫০৪ দক্ষিণ ইসরায়েলে তাদের কমান্ড হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে এবং এখন তারা গাজার দিকেও নজর দিয়েছে। ব্রাঞ্চ ৫৪- ২০২৩ সালের জুনে ইসরায়েলি মিডিয়া জানায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে নতুন একটি গোয়েন্দা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কাজ হবে ইরান এবং 'পাসদারান- ই-ইনকিলাব' (ইরানের বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী)-এর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া।

এই খবর 'ওয়াই নেট' নামে এক ইসরায়েলি ওয়েবসাইট প্রথম প্রকাশ করে।

তারা জানায়, ব্রাঞ্চ ৫৪ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইরানের সামরিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, তখন এই ইউনিটে মাত্র ৩০ জন সদস্য কাজ করতেন। এই ইউনিটের এক কমান্ডার বলেন, 'ব্রাঞ্চ ৫৪ প্রতিষ্ঠা এই ইঙ্গিত দেয় যে ইরানি সামরিক হুমকি সম্পর্কে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন এসেছে'। তিনি আরও বলেন, 'ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ, হেজবুল্লাহ, হামাস বা ইসলামিক জিহাদের সঙ্গে যুদ্ধের মতো একেবারেই হবে না।'

এই ইউনিটের কমান্ডারের নাম মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়নি। তবে নিজের কাজ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে ইরানের নিরাপত্তা কাঠামো এবং সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।' এই গোয়েন্দা ইউনিটের একটি অংশ ইরানের সেই স্থানগুলো শনাক্ত করে, যেখানে যুদ্ধ শুরু হলে আক্রমণ চালানো যাবে। ব্রাঞ্চ ৫৪-এর কমান্ডার বলেন,'আমাদের কার্যক্রম শুধু ইরানের ''পাসদারান- ই-ইনকিলাব'' (বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী) ঘিরেই। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিদিন টার্গেট শনাক্ত করছি এবং গবেষণা করছি কীভাবে সেগুলোতে প্রভাব ফেলা যায়। আমরা ইতিমধ্যেই ইরানের অনেক লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করেছি এবং তাদের পরমাণু শক্তি থাকলেও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। তিনি আরও বলেন, ইরানের সঙ্গে যেকোনো সামরিক সংঘর্ষ হবে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের যুদ্ধ।' ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলায় ইসরায়েলের এই গোয়েন্দা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ক্যামেরার কার্যক্রম শুরু ২৩ জুন

সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন

আগামী ২৩ জুন, সোমবার যাত্রা শুরু করবে বহুল প্রতীক্ষিত মহাকাশ জরিপ 'লিগেসি সার্ভে অব স্পেস অ্যান্ড টাইম, সংক্ষেপে এলএসএসটি। এই জরিপ প্রতি তিন রাতে একবার করে পুরো আকাশের ছবি তুলবে। জরিপটি পরিচালিত হবে দশ বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে পুরো আকাশ ৮০০ বার চিত্রায়িত হবে।

এলএসএসটি প্রকল্পটি ২০০৬ সালে 'লার্জ সিনোপটিক সার্ভে টেলিস্কোপ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এর নাম বদলে রাখা হয় ভেরা সি রুবিন অবজারভেটরি। অর্থাৎ রুবিন মানমন্দির। ডার্ক ম্যাটারের আবিষ্কারক মার্কিন জ্যোতির্বিদ ভেরা রুবিনের নামে এর নাম রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের পরিচালক জেলকো ইভেজিক। মানমন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছে চিলির আন্দিজ পর্বতমালার সেরো পাচোন পর্বতে। এর অবস্থান চিলির লা সেরেনা শহর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে। এ মানমন্দিরের অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন এবং এলএসএসটি কর্পোরেশন। প্রকল্পটি পরিচালনা করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি ফর রিসার্চ ইন অ্যাস্ট্রোনমি।

এতে ব্যবহৃত হচ্ছে ৩.২ গিগাপিক্সেল, অর্থাৎ ৩ হাজার ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এত বড় ক্যামেরা আর নেই। এ ক্যামেরার ভর প্রায় ২ হাজার ৮০০ কিলোগ্রাম। এটি বসানো হয়েছে ৮.৪ মিটার ব্যাসের সিমনি সার্ভে টেলিস্কোপে। ক্যামেরাটিতে ছয়টি ফিল্টার আছে। এগুলো অতিবেগুনি থেকে শুরু করে অবলোহিত আলো পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারে। প্রতি রাতে এই ক্যামেরা ২০ টেরাবাইট ডেটা সংগ্রহ করবে। বিজ্ঞানীদের আশা, এর মধ্যে থাকবে সহস্রাধিক নতুন আবিষ্কার। এসব আবিষ্কার নিশ্চিত করা এবং ফলোআপ করা জোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে বিভিন্ন টিম গঠন করে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করার মতো অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে এ জন্য।

ভেরা সি রুবিন অবজারভেটরি

এলএসএসটি মূলত ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জির স্বরূপ সন্ধান, ট্রানজিয়েন্ট বা পরিবর্তনশীল ঘটনা, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এবং সৌরজগৎ জরিপ করবে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন। যেমন মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্তবস্তু কীভাবে বিন্যস্ত আছে এবং সময়ের সঙ্গে কীভাবে বদলে যাচ্ছে? গ্যালাক্সিদের গঠনে এই ডার্ক ম্যাটার কী ভূমিকা রাখে? ডার্ক এনার্জি বা গুপ্ত শক্তি আসলে কী? মহাবিশ্বের প্রসারণে এটি কীভাবে কাজ করছে? মহাবিশ্বের ব্যাপক কাঠামো কীভাবে তৈরি হয়েছে এবং কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে? সৌরজগৎ কীভাবে তৈরি হয়েছে, শুরুতে কী ধরনের মৌল ছিল এবং সেগুলো সৌরজগতে কীভাবে এল? পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ কী ধরনের বস্তু আছে আকাশে? নেপচুনের পরে কি অজানা কোনো গ্রহ, অর্থাৎ নবম গ্রহ, সত্যিই আছে? এরকম আরও বহু প্রশ্নের জবাব খোঁজা হবে। মহাকাশে দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলোর উৎস, কোন ধরনের তারাদের ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল বিস্ফোরণ ঘটে, তারাদের উজ্জ্বলতার পর্যায়ক্রমিক তারতম্য থেকে কী জানা যায়, অজানা আর কী ধরনের ট্রানজিয়েন্ট ঘটনা আছে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির গঠন রহস্য, সূর্যের নিকতবর্তী তারাদের সঙ্গে সূর্যের মিল এবং সৌরজগৎ তৈরিতে এদের ভূমিকাসহ মিলতে পারে আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর। এলএসএসটির ক্যামেরা প্রতি রাতে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করবে, তা একটানা তিন বছর ভিডিও দেখার সমতুল্য। ১০ বছরে ক্যামেরাটি দুই মিলিয়ন বা ২০ লাখ ছবি তুলবে।

এসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে বেশ কয়েকটি কোলাবরেশন গঠিত হয়েছে। এগুলো হলো: অ্যাকটিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিই, ডার্ক এনার্জি সায়েন্স, গ্যালাক্সি সায়েন্স, ইনফরম্যাটিকস এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স, স্ট্রং লেন্সিং সায়েন্স, স্টারস, মিল্কিওয়ে অ্যান্ড লোকাল ভলিউম সায়েন্স, সোলার সিস্টেম সায়েন্স এবং ট্রানজিয়েন্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল স্টার সায়েন্স। সব মিলে, বিজ্ঞানীদের আশা, জোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এলএলএসটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে অজানা অনেক নতুন মহাজাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এলএসএসটির ক্যামেরা প্রতি রাতে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করবে, তা একটানা তিন বছর ভিডিও দেখার সমতুল্য। ১০ বছরে ক্যামেরাটি দুই মিলিয়ন বা ২০ লাখ ছবি তুলবে। এর মোট আকার হবে ৬০ পেটাবাইট। বলে রাখি, ১ পেটাবাইট সমান ১ হাজার টেরাবাইট বা ১০ লাখ গিগাবাইট। এ তো শুধু ধারণকৃত ছবির সাইজ বা আকার। এই ছবি প্রসেস করলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ পেটাবাইট! এসব ছবি বিশ্লেষণ করে যে ক্যাটালগ তৈরি করা হবে, তাতে প্রায় ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি তারা, ২০ বিলিয়ন বা ২ হাজার কোটি গ্যালাক্সি এবং কয়েক মিলিয়ন ট্রানজিয়েন্ট ঘটনা। বিভিন্ন কোলাবরেশনের বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণাপত্রে সিমুলেশনের মাধ্যমে এই সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ফলাফলগুলোর পূর্বাভাষ প্রকাশ করেছেন।

ভেরা সি রুবিন অবজারভেটরি

প্রতি রাতে পর্যবেক্ষণ চলাকালীন এলএসএসটির ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত ছবি প্রসেস এবং বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য দ্রুততার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে তিনভাবেঅ্যালার্ট, ক্যাটালগ এবং ছবি আকারে। ট্রানজিয়েন্ট ঘটনা শনাক্ত হলে মিনিটের মধ্যে অ্যালার্ট দেওয়া হবে। ক্যাটালগে থাকবে ছবি থেকে শনাক্তকৃত সব ধরনের মহাজাগতিক বস্তু। প্রতিটি ছবি থেকে ক্যাটালগ তৈরি হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। আর সব ধরনের ছবি প্রকাশ করা হবে ছবি ধারণের ৮০ ঘণ্টা পর। তবে ছবিগুলো শুধু যাঁদের কাছে রুবিন মানমন্দিরের ডেটা রাইটস, অর্থাৎ ডেটা দেখা এবং এক্সেস করার অধিকার আছে, তাঁরাই পাবেন।

এলএলএসটি ক্যামেরা থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করতে প্রতি সেকেন্ডে ৪০ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে, এমন ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিতে এই ডেটা প্রসেস এবং সংরক্ষণ করা হবে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকাংশে এগিয়ে নিয়েছে। রুবিন মানমন্দির এবং এলএসএসটি আমাদের সেই জ্ঞান আরও একধাপ এগিয়ে নেবে।

এলএসএসটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হবে ট্রানজিয়েন্ট ঘটনা আবিষ্কার। ট্রানজিয়েন্ট ঘটনা মানে পরিবর্তনশীল বা হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে, এমন কিছু বোঝায়। যেমন সুপারনোভা বিস্ফোরণ, ধূমকেতু, গ্রহাণু বা যেকোনো কিছুর উজ্জ্বলতার তারতম্য। প্রতি রাতে প্রায় ১০ মিলিয়ন ট্রানজিয়েন্ট অ্যালার্ট তৈরি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব অ্যালার্ট প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হবে অ্যালার্ট ব্রোকার। এটি আসলে কমিউনিটি ব্রোকার, যা রুবিন মানমন্দিরের সঙ্গে কাজ করবে।

ব্রোকারের কাজ হলো রুবিন মানমন্দির থেকে প্রকাশিত অ্যালার্টগুলোকে বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়া। এর মানে, কিছু শনাক্ত হলে সেটা আগের কোনো ক্যাটালগে আছে কি না, তা মিলিয়ে দেখা হবে। এরপর একটা অ্যালার্ট থেকে নতুন কিছু পাওয়া গেলে সেটা কী হতে পারে, তার প্রাথমিক যাচাই সম্পন্ন করে অ্যালার্টটি সুপারনোভা নাকি অন্যকিছু, তার একটা সম্ভ্যাব্যতা দেওয়া। জোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কমিউনিটি ব্রোকারের মাধ্যমে নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অনুযায়ী অ্যালার্ট থেকে প্রাপ্ত ঘটনার ফলোআপ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকাংশে এগিয়ে নিয়েছে। রুবিন মানমন্দির এবং এলএসএসটি আমাদের সেই জ্ঞান আরও একধাপ এগিয়ে নেবে। এ জন্য সব জোতির্বিদ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা রেল পুলিশের হাতে এক মানবপাচারী সন্দেহে এক ব্যাক্তিকে আটক করা হয়।

শুধুমাত্র জিডিপি বাড়লেই দেশ শক্তিশালী হবে না, ১৪০ কোটির দেশে সমবায়ই পারে কম পুঁজি দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র, যুবক ও নারীদের জন্য বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে : অমিত শাহ

মুম্বই, ২০ জুন : ভারতের জন্য সমবায় হল জীবনের একটি ঐতিহ্যবাহী দর্শন। শুধুমাত্র জিডিপি বাড়লেই দেশ শক্তিশালী হবে না। ১৪০ কোটির দেশে সমবায়ই পারে কম পুঁজি দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র, যুবক ও নারীদের জন্য বড় আকারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে। আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে আজ মুম্বইয়ে আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারে এই বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। এই উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (সমবায়) মুরলিধর মোহল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ''যেখানে বিশ্বের জন্য সমবায় হতে পারে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেখানে ভারতের জন্য এটি হল জীবনের একটি ঐতিহ্যবাহী দর্শন। একসাথে বসবাস, চিন্তা ও কাজ করা, একক লক্ষ্যে এগিয়ে চলাএগুলোই ভারতের আত্মার প্রতিফলন।'' তিনি জানান, প্রায় ১২৫ বছর ধরে চলা সমবায় আন্দোলন দেশের দরিদ্র, কৃষক, গ্রামবাসী ও বিশেষ করে নারীদের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে।

তিনি বলেন, ''আমূল, ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড, কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড, এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন-এর মতো সংস্থাগুলি সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের প্রতীক।'' আজ ৩৬ লক্ষ দরিদ্র গ্রামীণ নারী মাত্র ১০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করেও আমূলের মাধ্যমে ৮০,০০০ কোটি টাকার টার্নওভার তৈরি করছেন, যার লাভ সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

তিনি আরও বলেন, কৃষকরা যদি নাফেড অ্যাপে নিবন্ধন করেন, তাহলে তাঁদের মুগ ও ভুট্টা সরকার এমএসপি-তে ১০০ শতাংশ কিনে নেবে। বাজারে বেশি দাম পেলে কৃষক সেখানে বিক্রি করে লাভ করতে পারবেন। তিনি জানান, নাফেড শীঘ্রই সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় শুরু করবে।

অনুষ্ঠানে প্যাক্স (প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি) এর ডিজিটাল রূপায়ণ, এফপিও-কে অনুদান, গুদাম নির্মাণসহ নানা নতুন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে গঠিত সমবায় মন্ত্রক কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জন্য একটি টেকসই পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে।'' অমিত শাহ জানান, দেশে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি অসম। পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও গোয়াতে এটি বিকশিত হলেও উত্তর ও পূর্ব ভারতে পিছিয়ে পড়েছে। এই বৈষম্য দূর করতে সমবায় মন্ত্রক প্রায় ২ লক্ষ নতুন প্যাক্স গড়ে তুলবে, যাতে দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্তত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান থাকে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ৫২,০০০ প্যাক্স ডিজিটাল হয়েছে এবং তাদের জন্য ২৪টি নতুন কার্যক্রম অনুমোদিত হয়েছে। এখন প্যাক্স-এ ঋণ দেওয়া ছাড়াও সিএসসি পরিষেবা, জন ঔষধি কেন্দ্র, পেট্রল পাম্প, গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন, পানীয় জল সরবরাহ, রেল ও বিমান টিকিট বুকিং-এর মতো বহু সেবা চালু করা হচ্ছে।

তিনি ঘোষণা করেন, ''শীঘ্রই 'ত্রিভুবন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হবে এবং সমবায় মডেলে একটি ট্যাক্সি পরিষেবাও চালু হবে, যেখানে চালকরাই হবেন মালিক ও লাভভাগী।'' এছাড়াও সম্পূর্ণ সমবায় মালিকানাধীন একটি বীমা সংস্থা গঠনের পরিকল্পনাও চলছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে এবং কর কাঠামোতে সমবায় সংস্থাগুলিকে স্বস্তি দেওয়া হয়েছে। সারচার্জ ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ এবং ম্যাট ১৮.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। ২ লক্ষ টাকার নিচে লেনদেনের ক্ষেত্রে করদণ্ড মাফ এবং চিনি মিলে কর-বিতর্ক নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি জানান, তিনটি নতুন জাতীয় সমবায় সংস্থা গঠিত হয়েছেন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্টস লিমিটেড (এনসিইএল), ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গ্যানিকস লিমিটেড (এনসিওএল), ভারতীয় বীজ সহকারী সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল। এই সংস্থাগুলি কৃষকের পণ্য রপ্তানি করে লাভ সরাসরি কৃষকের অ্যাকাউন্টে দেবে। ''ভারত অর্গ্যানিক'' ব্র্যান্ডে জৈব পণ্যের বিক্রয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, এনসিডিসি-র মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, মৎস্যখাতে ৪৪টি গভীর সমুদ্র ট্রলারকে সহায়তা করা হয়েছে, এবং ডেইরি খাতে 'হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০' শুরু হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডে ভারতীয়দের গচ্ছিত অর্থের তথ্য প্রতিনিয়ত পাচ্ছে সরকার, দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: সুইজারল্যান্ডে ভারতীয়দের গচ্ছিত অর্থের তথ্য প্রতিনিয়ত পাওয়া যাচ্ছে। কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, সুইজারল্যান্ডে ভারতীয় সত্ত্বাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। এই তথ্য বিভিন্ন প্রকার তহবিল যেমনউদ্যোগ, ব্যাংক ও ব্যক্তির আমানত সংক্রান্ত বলে জানানো হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি করেছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, বিদেশে কর ফাঁকি রোধে বিভিন্ন দেশ একে অপরের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করে থাকে এবং একে অপরের কর অঞ্চলভুক্ত নাগরিকদের আর্থিক সম্পত্তির তথ্য ভাগ করে নেয়।

এই ধরণের ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, ভারত নিয়মিতভাবে ১০০-রও বেশি করসীমা থেকে বিদেশি অ্যাকাউন্ট ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে থাকে। সুইজারল্যান্ডেও রক্ষিত সম্পত্তি ও আয়ের তথ্য বিভিন্ন চুক্তির আওতায় ভারত সরকারকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সরকার আরও জানিয়েছে, ২০১৮ সাল থেকে অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন (এইওআই) ব্যবস্থার অধীনে সুইজারল্যান্ড ভারতীয় বাসিন্দাদের বার্ষিক আর্থিক তথ্য দিয়ে আসছে। প্রথমবার ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই তথ্য হস্তান্তর করা হয় এবং তারপর থেকে এটি নিয়মিত চলছে, এমনকি সেই অ্যাকাউন্টগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকছে যেগুলিকে আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিডিটি) নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং যেসব করদাতার ক্ষেত্রে অধিক যাচাইয়ের প্রয়োজন সেসব শনাক্ত করে। এই যাচাই বিভিন্ন উপায়ে যেমন অনুসন্ধান, সমীক্ষা, এবং খোলামেলা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে করা হয়।

আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর জন্য এইওআই এর আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে করদাতাদের আয়কর রিটার্নে (আইটিআর) বিদেশি সম্পত্তি ও আয়ের বিবরণ তুলনা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ সুইজারল্যান্ড সহ সব বিচারব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেসব ক্ষেত্রে বিদেশি সম্পত্তি বা আয় আইটিআর-এ উপযুক্তভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তাদের এসএমএস ও ই-মেল পাঠিয়ে রিটার্ন পর্যালোচনার অনুরোধ জানানো হয়।

ফলস্বরূপ, মোট ২৪,৬৭৮ জন করদাতা তাদের আইটিআর পর্যালোচনা করেছেন এবং ৫,৪৮৩ জন করদাতা বিলম্বিত রিটার্ন দাখিল করেছেন, যেখানে ২৯,২০৮ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি সম্পত্তি এবং ১,০৮৯.৮৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত বিদেশি আয় ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা এখনও সাড়া দেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে বর্তমান আইনের অধীনে উপযুক্ত পদক্ষেপ বিবেচনাধীন।

এই উদ্যোগের ফলে আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫-এ বিদেশি সম্পত্তি ও আয় ঘোষণা করা করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই বছরে মোট ২.৩১ লক্ষ করদাতা বিদেশি সম্পত্তি ও আয়ের তথ্য তাঁদের আইটিআর-এ রিপোর্ট করেছেন, যা আগের বছরে (২০২৩-২৪) ১.৫৯ লক্ষের তুলনায় ৪৫.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি।

প্রশাসন জানিয়েছে, বিভিন্ন সচেতনতা উদ্যোগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে করদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদেশি সম্পত্তি ও আয় ঘোষণা করছেন এবং তাঁদের রিটার্ন পুনরায় পর্যালোচনা করছেন সঠিক তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যে। তবে যেসব ক্ষেত্রে নিয়মিত অনুপালন চলছে, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রয়োগমূলক ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সিবিডিটি জানিয়েছে।

গবাদি পশু সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গৌহাটি, ২০ জুন: ঈদ উদযাপনের পর থেকে ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেলা প্রশাসনগুলোকে অসম গরু সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশটি ধুবরি জেলায় গরু মাংসের প্রচুর সন্ধান পাওয়া যাওয়ার পর এসেছিল, যা বেশ কয়েকটি এলাকাতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। গরু মাংসের উদ্ধার হওয়া স্থানগুলো বেশিরভাগই মন্দির, নামঘর এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ছিল, যেখানে গরু নিধন বা গরু মাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ, বিশেষ করে পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ঘটনাগুলো এমন জায়গায় ঘটেছে যেখানে গরু খাওয়া বা গরু হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এবং আসাম গরু সংরক্ষণ আইনের অধীনে এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'

তিনি প্রশাসনকে অভিযুক্ত করেন যে, আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। 'যদি আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হতো, তবে এসব পরিস্থিতি এড়ানো যেত। এখন আমরা জেলা প্রশাসনগুলোকে এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছি,' তিনি যোগ করেন।

সামনে আরও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এড়াতে, রাজ্য সরকার একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া তৈরি করছে, যা জেলা কর্মকর্তাদের মিশ্র জনসংখ্যার এলাকাগুলোতে গরু নিধন বিধি সংক্রান্ত পরিচালনার জন্য গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। 'এই এসওপি ধর্মীয় কোরবানি এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াতে সহায়তা করবে,' শর্মা বলেন। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে আইনটির সবচেয়ে কঠোর দিকগুলো প্রয়োগ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'হিন্দু ধর্মীয় স্থান এবং বসতি এলাকাগুলির পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসে গরু হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হবে।'

এছাড়া, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামাঞ্চল গবাদি পশু চারণভূমি এবং প্রফেশনাল গবাদি পশু চারণভূমি ভূমির ওপর একটি সার্ভে শুরু করা হবে। সম্প্রতি কিছু এলাকায়, বিশেষত উপজাতীয় অঞ্চল এবং গবাদি পশু চারণভূমিতে অবৈধ দখল হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শর্মা জানান, 'লখিমপুরের মতো জেলাগুলোতে আমরা উপজাতীয় এলাকায় এবং চারণভূমিতে অবৈধ দখলের ঘটনা পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট উপ-জেলাশাসকদের এসব দখল চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যের শেষাংশে জানান, রাজ্য সরকার গরু হত্যার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করবে এবং ধর্মীয় এলাকায় গরু হত্যার বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা হবে।ধর্মীয় স্থানগুলির কাছাকাছি গরু মাংস উদ্ধার হওয়া এবং এর ফলে ধর্মীয় উত্তেজনা বাড়ার পর রাজ্য সরকার এই কঠোর বাস্তবায়ন ব্যবস্থাগুলি নিলো।

ওড়িশায় স্কুলগুলি গরমের ছুটি শেষে খুলল; ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাবের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি

ভুবনেশ্বর, ২০ জুন: গরমের ছুটির পর আজ থেকে রাজ্যজুড়ে স্কুলগুলি পুনরায় খুলে গেছে। শিক্ষার্থীরা নতুন শ্রেণীকক্ষে ফিরে যেতে পেরে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত, বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আবারও সংযুক্ত হওয়ার জন্য তারা উৎকণ্ঠিত। ক্লাসরুমের পরিবেশ ছিল হাস্যোজ্জ্বল এবং চাঞ্চল্যপূর্ণ, যেখানে ছাত্ররা তাদের ছুটির সময়কার গল্প এবং স্মৃতিচিহ্ন একে অপরকে শেয়ার করছে। নতুন নোটবুক, নতুন ইউনিফর্ম এবং এক নবীন উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা নতুন একাডেমিক সেশনে প্রবেশ করতে প্রস্তুত।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভুবনেশ্বর ও কটকে স্কুলগুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের কারণে বন্ধ ছিল। এটি নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার কারণে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত ছিল। অন্যদিকে, জাজপুর জেলার স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ২৪ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ভদ্রক জেলার স্কুল, কলেজ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ২১ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, কারণ এই এলাকায় ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

ওড়িশা সরকার, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংকট বা উচ্চপর্যায়ের ইভেন্টের সময় শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, নিরাপত্তার জন্য কিছু বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

যেসব স্কুলে জল পরিশোধন ব্যবস্থা নেই, সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের জন্য উষ্ণ সেঁকা জল সরবরাহ করতে বলা হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/PWD(R&B)/STB/2025-26
dated: 18-06-2025

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 08-07-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of new **double** storied school building at **Pachim Pilak H. S. School** under Jolaibari Block , Santirbazar Sub-Division, South Tripura District. /SH:-Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works. DNIeT No:- CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/20/2025-26	Rs. 7,91,01,313.00	Rs. 15,82,026.00	480 (four hundred eighty) Days	Up to15.00 Hrs on 08-07-2025	At 16.00 Hrs on 08-07-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

ICA/C/1096/25

(Er. Sena Charan Jamatia)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura

SHORT NOTICE INVITING AUCTION NO. 02/AGRI/EE(W)/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura, sealed separate percentage rate Auction Bid is invited from the enlisted contractors for the following work up to 3.00 PM on 11/06/2025.

Sl No	Name of work	Reserve Value	Earnest Money	Cost of Bid document	Last date of application	Issue of Bid document	Bid Selling & dropping Center.	Date & time of dropping.	Date & time of opening.
1	Auction of Furnitures/Materials lying at T-SAMETI store, Lembucherra Tripura (West). AUCTION NO. 02/AGRI/EE(W)/2025-26	Rs. 29,800.00	Rs.2,980.00	Rs.1,000.00	Up to 21/06/2025 during office hours	On 25/06/2025 up to 4.00 PM	Office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala,	Up to 3.00 PM on 27/06/2025	On 27/06/2025 at 4.00 PM

I. The Auction Bid document consisting of complete specifications, General Terms and conditions, Abstract of quantities of the work to be done and the set of special conditions to be complied with can be obtained on or after 21/06/2025 from the office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, West Tripura on any working days. during office hours up to 4.00 P.M. of 25/06/2025.
2. Bid document should always be placed and sealed covers with name of work written on the envelope will only be received by the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, West Tripura up to 3.00 PM on 27/06/2025 and will be opened by the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, West Tripura on 27/06/2025 at 04.00 PM (if possible).
ICA/C/1103/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West Div-I)
Department of Agriculture & Farmers Welfare Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-09/EE-BRG/PWD/2025-26,

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1.	DNIe-T No:- 51/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,18,235.00	48,365.00	120 days	Appropriate class
2.	DNIe-T No:- 55/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,20,803.00	48,416.00	150 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -18/07/2025 up to 15:00 hrs. ? Date and time of opening bid - 18/07/2025 at 15:30 hrs.
Bid fee Rs.1000.00 Each (non-refundable)
All details are available in the website https://tripuratenders.gov.in. Submission of tenders physically is not permitted.
ICA/C/1093/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. D. Karmakar) Executive Engineer,
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

E-Tender for procurement of reagents with free installation of fully automated immunoassay analyzer machine at AGMC & GBPH, Agartala" for the year 2025-26

A Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced Bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "procurement of reagents with free installation of fully automated immunoassay analyzer machine at AGMC & GBPH,Agartala?
tender
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the
document by online is to 5:00 pm. All future modification/ corrigendum shall be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.
ICA/C/1108/25

Medical Superintendent & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Health & Family Welfare Department, Government of Tripura invites applications from In-Service Nursing Personnel for issuing "No-Objection Certificate" for sponsoring to study M.Sc. Nursing in Tripura Institute of Paramedical Sciences (TIPS). Applications should reach to the office of the undersigned through proper channel within 30th June, 2025. The terms and conditions are available in the departmental website (www.health.tripura.gov.in).
The details of subject wise reservation of sponsored seats is given below:-

Sl. No.	Subjects	Number of seats	Category of seats
1.	Community Health Nursing	2	ST-1, UR-1
2.	Medical Surgical Nursing	2	ST-1, UR-1
3.	Obstetrics & Gynaecology Nursing	1	SC-1

ICA/D/ 414/25

Prof. (Dr.) Tapan Majumdar I/c. Director of Health Services Government of Tripura :: Agartala

শুক্রবার আগরতলায় ইসকনের উদ্যোগে রথ তৈরির কাজ শুরু হয়।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে মাধ্যমিক পাশদের উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। উচ্চশিক্ষিত নয়, এমন বেকারদের জন্য ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড অর্থাৎ ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। এককথায় বলা যায়, কোস্ট গার্ডে নাবিক, যান্ত্রিক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০১-০৮-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২২ বছর-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। ওবিসি-দের জন্য ৩ বছর এবং এসসি, এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছরের যথারীতি শিথিলতা রয়েছে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। নিয়োগ হবে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে এন্ট্রি - ০১/২০২৬ ও ০২/২০২৬ ব্যাচে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ১ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১০টি পুস আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায়। প্রয়োজনে আগরতলায়ও সেন্টার হতে পারে। পরীক্ষা নেওয়া হবে সেপ্টেম্বর মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৫ জুন বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৫ জুন। অফলাইনে অর্থাৎ ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি এখন থেকে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র অনলাইনেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হলে, আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর ধরণ, বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/ হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদগুলো হলো — সিজিইপিটি-০১/২৬ ব্যাচের জন্য ঃ ক্রমিকনং(১)নাবিক (জেনারেল ডিউটি) ঃ শূন্যপদ ২৬০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৯টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৫টি, ওবিসি'র জন্য ৬৫টি, এসসি'র জন্য ৪৬টি এবং এসটি'র জন্য ২৫টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (২) যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, এসসি'র জন্য ৬টি এবং এসটি'র জন্য ০টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (৩) যান্ত্রিক (ইলেকট্রিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ১১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ২টি এবং এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (৪) যান্ত্রিক (ইলেকট্রনিক্স) ঃ শূন্যপদ ১৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি, এসসি'র জন্য ৫টি এবং এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। সিজিইপিটি-০২/২৬ ব্যাচের জন্য ঃ ক্রমিকনং (১) নাবিক (জেনারেল ডিউটি) ঃ শূন্যপদ ২৬০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ৭১টি, এসসি'র জন্য ৪০টি এবং এসটি'র জন্য ১৯টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (২) নাবিক (ডমেস্টিক ব্রাঞ্চ) ঃ শূন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২০টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ৮টি এবং এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে ম্যাথ ও ফিজিক্স সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নাবিক ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। যান্ত্রিক মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা, মূল মাইনে ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনুবাদক, পিএ, এমটিএস পদে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর সহ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইংরেজি বা হিন্দি নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (এসসি/এসটি - ৩৫, ওবিসি - ৩৩, শাঃপ্রঃ-৪০), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ঃ ২৬ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ১২ আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মূল কথা হলো — অনলাইনে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো সহজ হলেও, অপেক্ষা করতে নেই। শেষ তারিখের যত আগে সম্ভব, আবেদন করে নিতে হয়। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত পাঠাতে গিয়ে আগে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন। হিন্দি অথবা ইংরেজি নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিসগুলোতে অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর সহ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। জে এইচ টি , জে টি এন্ড এস এইচ টি এগজামিনেশন - ২০২৫-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে ১২ আগস্টে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, হিন্দি/ ইংরেজি বিষয় নিয়ে হলে অগ্রাধিকার পাবেন।

ইংরেজি বা হিন্দি বিষয় নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৫ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২৫ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৩ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩৫ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০ বছর। জুনিয়র ট্রান্সলেটর পদের মূল মাইনে ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা, সিনিয়র ট্রান্সলেটর পদের মূল মাইনে ৪৪,৯০০-১,৪২,৪০০ টাকা, সাথে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। সাধারণ হিসেবে বেতন প্রতি মাসে ৫০-৬০ হাজারের অধিক। এছাড়া, অতিরিক্ত হিসেবে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল গ্রুপ-এ ক্যাটেগরির। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ৪৩৭টি। দপ্তরের প্রয়োজনে নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ২৬ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২৬ জুন। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে সর্বভারতীয় স্তরে জে এইচ টি, জেটি এন্ড এসএইচটি এগজামিনেশন - ২০২৫ -এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এবছর অক্টোবরে। তবে পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। পরীক্ষার ১৫ দিন আগে কল লেটার স্ট্যাটাস জেনে নিয়ে ৫ দিন আগে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রশ্নপত্র হবে ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ২টি বিষয়, ১০০ নম্বর করে এবং সময় ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ২ ঘন্টা বা ১২০ মিনিটের পরীক্ষা হলেও লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন।

দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা নেওয়া হবে একই দিনে, ২০০ নম্বরের। দুই ঘন্টার জন্য ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে তবে প্রাপ্ত নম্বর মেধা-তালিকা তৈরির কাজে যোগ হবে না, মেধাতালিকা তৈরি হবে ডেসক্রিপটিভ টেস্টে সফল হওয়া প্রার্থীদের কেবল কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেকটিভ পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলার পাশাপাশি গুয়াহাটি এবং শিলংয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অনলাইনে আবেদনের সময় পছন্দমত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করে নিতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া অনেক শ্রেয়। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়ার পাশাপাশি ডাকেও পাঠানো হতে পারে। তবে এই সার্টিফিকেট যাঁরা পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাকি থাকতে হাতে না পাবেন, তাঁরা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। অপর দুটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৬১ জন স্টেনোগ্রাফার (শেষ তারিখ ২৬ জুন) এবং ২৪০২ জন সিলেক্টিভ পোস্টে (শেষ তারিখ ২৪ জুন) নিয়োগের জন্যও উপযুক্ত প্রার্থীরা এঁদের ওয়েবসাইট দেখে আবেদন করতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪,৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২,৪০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি/ পিজি ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নাবিক, যান্ত্রিক (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি যে-কোনও পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লেকচারার (ডি.আই.ই.টি, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টেনোগ্রাফার, এলডিসি, ড্রাইভার, গ্রুপ-ডি (কোর্ট, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, এসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে এমএসসি পাশ হতে হবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-বিল্ডার্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ১৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল ইন্টার্ণস (প্রসার ভারতী),**
শূন্যপদ ঃ ৪২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কমিশনড অফিসার, গ্রাউন্ড স্টাফ (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু ঃ আদালতে গ্রুপ-ডি, ড্রাইভার, এলডিসি প্রচুর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। হাই কোর্ট অব্ ত্রিপুরার পরিচালনাধীন পরীক্ষার মাধ্যমে ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সাব-অর্ডিনেট জুডিশিয়ারি অফ ত্রিপুরার অধীনে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে বিশেষ করে স্টেনোগ্রাফার, এলডিসি, ড্রাইভার, গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং - ডিসি-০১/২০২৫, রেফারেন্স নং এফ. ১৩(১৩) -এইচসি/ ২০২৫/ ১৪০০৯, তারিখ ২৩ মে, ২০২৫ ইং। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ইন্টারভিউ অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, শূন্যপদের বিভাজন, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৬ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৬ জুন, বিকেল ৫টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখে নেবেন। শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং (এ) পদের নাম - স্টেনোগ্রাফার (পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট - টু) ঃ শূন্যপদ ১৩টি। এর মধ্যে ৫টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৮টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ প্রার্থীরাও এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-১ অনুযায়ী শুরুতে ১৬ হাজার টাকা। বয়স ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত কলেজ বা ইউনির্ভাসিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। নির্দিষ্ট গতিতে শর্টহ্যান্ড (ইংরেজি) এবং কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ৬ মাস সময়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক এবং শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং টেস্টের মাধ্যমে। প্রথমে হবে ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা, শেষে ১০০ নম্বরের শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৫০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। ক্রমিক নং (বি) পদের নাম - লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কঃ শূন্যপদ ৪৩টি। এর মধ্যে ১০টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৩৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। প্রতি ক্ষেত্রে আরও বিভাজন রয়েছে। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ প্রার্থীরাও এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-১ অনুযায়ী শুরুতে ২১,৪০০ টাকা। বয়স ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত কলেজ বা ইউনির্ভাসিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ৬ মাস সময়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক এবং টাইপিং টেস্টের মাধ্যমে। প্রথমে হবে ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা, শেষে ৫০ নম্বরের টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৪০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২০০ টাকা। ক্রমিক নং (সি) পদের নাম - ড্রাইভার ঃ শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। অর্থাৎ যে-কোনও প্রার্থীরাই এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-১ অনুযায়ী শুরুতে ২১,৪০০ টাকা। বয়স ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৪০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বৈধ কমার্শিয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ৩ বছর ধরে এলএমভি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে ড্রাইভিং পরীক্ষা, মৌখিক টেস্টের মাধ্যমে। প্রথমে হবে ৮০ নম্বরের ড্রাইভিং টেস্ট। এতে সফল হলে ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৪০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ২০০ টাকা। ক্রমিক নং (ডি) পদের নাম - গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড ইত্যাদি) ঃ শূন্যপদ ৬৯টি। এর মধ্যে ৩৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১১টি তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ১৯টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। বিস্তারিত বিভাজন বিজ্ঞপ্তিতে দেখে নিতে হবে। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেগুলো ডি-রিজার্ভ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মূল মাইনে ঃ পে ব্যান্ড-১ অনুযায়ী শুরুতে ১৬,০০০ টাকা। বয়স ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তপূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক টেস্টের মাধ্যমে। প্রথমে হবে ৭৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য ৩০০ টাকা এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২,৪০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি/ পিজি ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোস্ট গার্ডে **নাবিক, যান্ত্রিক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি যে-কোনও পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্যে ডিআইইটি-তে **লেকচারার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্যে জেলা আদালত সমূহে **স্টেনোগ্রাফার, এলডিসি, ড্রাইভার, গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **টেকনেশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, এসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে এমএসসি পাশ হতে হবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ১৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রসার ভারতীতে **টেকনিক্যাল ইন্টার্ণস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **কমিশনড অফিসার, গ্রাউন্ড স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের অসংগঠিত শ্রমিকদের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

কর্ণাটক কংগ্রেস বিধায়কের অডিও ক্লিপে ঘুষ কেলেঙ্কারি ফাঁস, বিজেপি তদন্তের দাবি

বেঙ্গালুরু, ২০ জুন: কর্ণাটক রাজ্য পরিকল্পনা ও নীতি কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেস বিধায়ক বি.আর. পাটিলের একটি আডিও ক্লিপ শুক্রবার প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে তিনি হাউজিং বিভাগের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।

অডিও ক্লিপে বিধায়ক পাটিল দাবি করেন যে, যদি তিনি যে তথ্য জানেন তা প্রকাশ করেন, তবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের ভিত্তি কেঁপে যাবে।

এদিকে, কর্ণাটক বিজেপি ইউনিট এই অভিযোগের তদন্তের জন্য বিচারিক তদন্তের দাবি করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া থেকে হাউজিং মন্ত্রী জামির আহমেদ খানকে পদত্যাগ করানোর দাবি করেছে।

অডিও ক্লিপে, যা একটি টেলিফোনিক কথোপকথনের অংশ, বিধায়ক পাটিল, যিনি কালবুরগী জেলার আলন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি, মন্ত্রী জামির আহমেদের ব্যক্তিগত সচিব সর্ফরাজ খানের সাথে কথাবার্তা বলছেন। পাটিল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, তার নির্বাচনী এলাকায় গ্রামগুলোতে ঘর বরাদ্দে ঘুষ লেনদেন হচ্ছে।

তিনি বলেন, "ঘর শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তিদের বরাদ্দ হচ্ছে যারা ঘুষ দিয়েছে। আমি নিজের সরকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলতে দুঃখিত। মোট ৯৫০টি ঘর বিভিন্ন গ্রামে বরাদ্দ হয়েছে এবং সবই ঘুষ নিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার সুপারিশপত্রগুলি উপেক্ষিত হচ্ছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির তালিকা অনুযায়ী অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।"

সর্ফরাজ খান পাটিলকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন এবং তাকে তার নিজস্ব উপকারভোগীর তালিকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন, যা দিয়ে ঘর বরাদ্দ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

অডিও ক্লিপটি প্রকাশের পর, বিধায়ক পাটিল এখনও পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া জানাননি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

এদিকে, কর্ণাটক বিজেপি ইউনিট রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেছে এবং কংগ্রেস সরকারকে দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়ানোর অভিযোগ তুলেছে।

বিরোধী দলনেতা আর. আশোক বলেন, "কংগ্রেস বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শক বসবরাজ রায়ারেড্ডি পূর্বে বলেছিলেন যে, কংগ্রেস সরকারের অধীনে কর্ণাটক দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এখন, কংগ্রেস বিধায়ক বি.আর. পাটিল এই অভিযোগ আরও শক্তিশালী করেছেন এবং হাউজিং মন্ত্রী জামির আহমেদ খানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।"

আশোক আরও বলেন, "বিধায়ক পাটিল দাবি করেছেন যে আলন্দ বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৯৫০টি ঘর ঘুষের বিনিময়ে বরাদ্দ হয়েছে। তিনি সতর্ক করেছেন যে, যদি তিনি দুর্নীতির সমস্ত তথ্য প্রকাশ করেন, তবে সরকারের ভিত্তি কেঁপে যাবে।"

তিনি বলেন, "আমি বিধায়ক পাটিলকে অনুরোধ করছি যে তিনি দুর্নীতি এবং ঘুষ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশ করুন এবং লোকায়ুক্তের কাছে অভিযোগ দায়ের করুন। বিজেপি তাকে এই বিষয়ে পূর্ণ সহায়তা দেবে।"

আশোক আরও বলেন, "যখন তাদের নিজের দলের বিধায়করা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তখন হাউজিং মন্ত্রী জামির আহমেদ খানের কাছে তাঁর পদে থাকার নৈতিক অধিকার কী? মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া অবশ্যই জামির আহমেদ খানের পদত্যাগ দাবি করবেন এবং বিধায়ক পাটিলের মোবাইল ফোন কলের অডিও ক্লিপের ভিত্তিতে একজন হস্তক্ষেপকারী কোর্ট বিচারকের নেতৃত্বে বিচারিক তদন্তের নির্দেশ দেবেন।"

বিহারে তৈরি ইঞ্জিন আফ্রিকার ট্রেন চালাবে: সিভান সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

পাটনা: শুক্রবার বিহারের সিভান জেলায় এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহারের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত এবং তার নতুন পরিচয়ের বিষয়ে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, কংগ্রেস-আরজেডি শাসনকালে বিহারের যে উন্নয়নযন্ত্র থেমে গিয়েছিল, তা এখন আফ্রিকার ট্রেন এবং ওয়াগন চালাবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'এখন বিহারে তৈরি ইঞ্জিন আফ্রিকার ট্রেন চালাবে।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে বিহার "মেড ইন ইন্ডিয়া"র একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠবে।'

'মাধৌরা রেলওয়ে কারখানা এটি প্রমাণ করে যে, এনডিএ সরকার কেমন বিহার গড়ে তুলছে। আজ, মাধৌরা রেল ইঞ্জিন কারখানার প্রথম ইঞ্জিন আফ্রিকায় রপ্তানি হচ্ছে।

এই কারখানাটি সারণ জেলার সেই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে, যেটি "লালটেন" ও "পঞ্জা" শাসনের সময় পরিত্যক্ত হয়েছিল,' প্রধানমন্ত্রী মোদি জনসভায় উপস্থিত জনতার কাছে এই কথা বলেন।

তিনি আরও যোগ করেন, 'এখানকার মাখানা, ফল ও শাকসবজি বিদেশে যাবে, এবং বিহারের কারখানাগুলিতে তৈরি পণ্যও বিশ্বের বাজারে পৌঁছাবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদির "মেড ইন ইন্ডিয়া" প্রকল্পে বিহারকে কেন্দ্র বানানোর প্রতিশ্রুতি জনতাকে উতাহিত করেছে, যেখানে তিনি রেলওয়ে অবকাঠামো থেকে শুরু করে আবাসন প্রকল্পসহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।

তিনি আরো বলেন, 'মোদি শান্তিতে ঘুমাব না, আমি দিন-রাত কাজ করে যাব, আমি আপনাদের জন্য কাজ করে যাব।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে জানান, "জঙ্গল রাজ" এর যুগের তুলনায় বিহার এখন নানা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এই পরিবর্তনের জন্য নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে কৃতিত্ব দেন।

তিনি বলেন, 'গত ১১ বছরে ভারত বহু মাইলফলক অর্জন করেছে, যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে, এবং বিহার এই অর্জনগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেস-আরজেডি নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা বিহারকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি বলেন, 'যেখানে তারা বিহারকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল, সেখানে ডাবল-ইঞ্জিন সরকার বিহারে উন্নতির নতুন যুগ শুরু করেছে।'

তিনি "লালটেন এবং পঞ্জা" শাসনের সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস-আরজেডি শাসনকালে বিহারের দারিদ্র্য শুধু আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ তারা রাজ্যের সম্পদ লুট করে নিয়েছিল। তবে নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই রাজ্যকে উন্নতির পথে ফিরিয়ে এনেছে।

'আমি বিহারের জনগণকে আশ্বস্ত করছি যে, আমরা অনেক কিছু করেছি, আমরা করছি এবং আরও অনেক কিছু করব। বিহারের জন্য আমার আরও অনেক কিছু করার রয়েছে,' প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আম্বেদকরের অবমাননার জন্য আরজেডি-কে তীব্র সমালোচনা করলেন

পাটনা, ২০ জুন: শুক্রবার বিহারের সিভান জেলার একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আরজেডি এবং তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক তীব্র আক্রমণ চালালেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, আরজেডি নেতৃবৃন্দ বিআর আম্বেদকরের অবমাননা করেছেন, যা লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি সরাসরি লালু যাদবের নাম না নিয়ে বলেন, 'এই মানুষরা বিশৃঙ্খলা, মাফিয়া শাসন এবং দুর্নীতির প্রবক্তা। আরজেডি নেতারা বাবা সাহেবের ছবি কীভাবে অশোভনভাবে ব্যবহার করেছেন? পোস্টার লাগানো হয়েছে তাদেরকে বাবা সাহেবের অবমাননার জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য, কিন্তু এই মানুষরা কখনও ক্ষমা চাইবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'বাবা সাহেবকে অবমাননা করে, এই মানুষরা নিজেদেরকে তার থেকেও বড় মনে করেন।'

প্রধানমন্ত্রী বিহারের অতীত শাসন ব্যবস্থার প্রসঙ্গে চলে যান এবং কংগ্রেস ও আরজেডি-কে বিহারকে 'আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ', 'দারিদ্র্য' এবং 'বড় জনগণের অভিবাসন' এর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী করেন।

"তারা যাদের হাতে এবং প্রদীপে প্রতীক রয়েছে, তারা পরিবারকেন্দ্রিক সমর্থন এবং উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে। কিন্তু এই একই জোট বিহারকে জঙ্গল রাজের কালিমা দিয়ে গেছে," মোদি বলেন।

তিনি বিহারের অতীত অন্ধকার সময়গুলোর কথা স্মরণ করে বলেন, "আমাদের যুবকরা সেই ২০ বছরের কথা শুধু গল্প হিসেবে শোনে। তারা জানে না, আসল জঙ্গল রাজ কী ছিল। হাত এবং প্রদীপ এক যুগের প্রতীক ছিল, যেটি বিহারীদের তাদের নিজ বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করেছিল।'

এছাড়া, মোদি বিহারের মানুষের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন, যাঁরা এত সব কষ্টের মধ্যেও তাদের মর্যাদা বজায় রেখেছেন।

তিনি বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের লুটপাট এবং অশুভ শাসন ব্যবস্থার ফলে বিহারে দারিদ্র্য চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।'

'হাত এবং প্রদীপের প্রতীকী দল বিহারের অহঙ্কারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা এতটাই লুটপাট করেছে যে, দারিদ্র্য এখন এই ভূমির দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে,' প্রধানমন্ত্রী মোদি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই তীব্র ভাষণের পটভূমি হলো বিহারে চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং আসন্ন রাজ্য নির্বাচনের আগে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক পরিবেশ।

ইজরায়েলে হাসপাতাল লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, শিশু ওয়ার্ডে আঘাত; কড়া প্রতিক্রিয়া নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ২০ জুন: ইজরায়েলের বেয়ারশেভা শহরের সোরোকা হাসপাতালে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আহত হয়েছেন একাধিক রোগী, চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীরা। হামলার নিন্দা জানিয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একে বেসামরিক নাগরিকদের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ বলে উল্লেখ করেছেন।

সোরোকা হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় নেতানিয়াহু বলেন, "আমরা নির্ভুলভাবে ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করছি, আর তারা একটি শিশু ও শিশুদের ওয়ার্ড-সহ হাসপাতালকে টার্গেট করছে। এটাই গণতন্ত্র ও সন্ত্রাসের পার্থক্য।"তিনি আরও বলেন, "এই হাসপাতালের কাছেই শিশু এবং নবজাতক ওয়ার্ড। আমরা আইনগতভাবে নিজেদের রক্ষায় কাজ করছি, আর ওরা আমাদের একে একে ধ্বংস করতে চায়। এই হামলাই সব বলে দেয়।"

এদিকে, ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদেওন সা'আর কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচিকে, যিনি দাবি করেছেন, সোরোকা হাসপাতালে হামলাটি ছিল একটি "ইজরায়েলি সামরিক সদর দফতর ও গোয়েন্দা কমান্ড সেন্টারের উপর নির্ভুল আঘাত"। গিদেওন সা'আর পাল্টা বলেন, "আরাঘচি, আপনি মিথ্যে বলছেন! আমি আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের নিয়ে সোরোকা হাসপাতালে ছিলাম। তারা নিজের চোখে দেখেছেন ইরানের বর্বর হামলার প্রভাব। এই হাসপাতাল ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিস্টান — সবাইকেই চিকিৎসা দেয়। অন্যদিকে আরাঘচি দাবি করেছেন, "আজ সকালে আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী একটি ইজরায়েলি সামরিক কমান্ড ও গোয়েন্দা সদর দফতর এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে। এর প্রভাবে সোরোকা মিলিটারি হাসপাতালের কিছু অংশে হালকা ক্ষতি হয়েছে, যা অধিকাংশই খালি ছিল।" তিনি বলেন, হাসপাতালটি মূলত গাজায় অভিযুক্ত ইসরায়েলি সেনাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেন, "তেহরানের সন্ত্রাসী স্বৈরশাসকদের কাছ থেকে এই হামলার পূর্ণ মূল্য আমরা আদায় করব। তারা সোরোকা হাসপাতালে এবং দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বেসামরিক নাগরিকদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। তাদের জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে।"এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

সিনিয়র অ্যাডভোকেটের আইনি মতামতের জন্য ইডি'র সমন: সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃ প্রণোদিত পদক্ষেপের দাবি জানাল বার সংগঠন

নয়াদিল্লি: একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে দেওয়া আইনি মতামতের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সমন পাঠানোর ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার দেশের প্রধান বিচারপতি বি. আর. গাভাইয়ের কাছে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট বিপিন নায়ার প্রধান বিচারপতিকে পাঠানো চিঠিতে বলেন, "এই ঘটনাটি বিচারব্যবস্থার অখণ্ডতার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পরিণতি সুদূরপ্রসারী। তাই সুপ্রিম কোর্টের উচিত বিষয়টির ওপর অবিলম্বে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নজর দেওয়া।"

গত বৃহস্পতিবার সিনিয়র অ্যাডভোকেট প্রতাপ ভেনুগোপালকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের , ২০০২ আওতায় ইডি একটি সমন পাঠায়। ওই সমন রিলায়েগার এন্টারপ্রাইজের প্রাক্তন চেয়ারপার্সনের জন্য মেসার্স কেয়ার হেলথ ইনসিওরেন্স লিমিটেড কর্তৃক অনুমোদিত এমপ্লয়ি স্টক অপশন প্ল্যান -এর একটি তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, "আইনি মতামতের জন্য একজন আইনজীবীকে এভাবে সমন পাঠানো আইনজীবী-সঙ্গীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং পেশার স্বতন্ত্র ও নির্ভীক কার্যকারিতার ওপর আক্রমণ। এটি একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, যার ফলে পুরো আইনজীবী মহলে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে।"

এসসিএওআরএ জানিয়েছে, আইনজীবীর আইনি পরামর্শ প্রদান একটি সুরক্ষিত এবং গোপনীয় সম্পর্কের অংশ, এবং কোনও তদন্তকারী সংস্থার এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা সংবিধান ও পেশাগত

সোনার দাম হ্রাস পেয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডের হার কমানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে হার কমানোর সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে, যার ফলে সোনার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, জানান বিশ্লেষকরা।

ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী মাসগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি প্রত্যাশা করছে, যা ট্যারিফ এবং অন্যান্য কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে এটি একটি সতর্ক নীতি বজায় রাখার সংকেত দিয়েছে। যদিও মার্কেটগুলি প্রাথমিকভাবে আশাবাদী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, পাওয়েল তার বক্তব্যে যোগ করেছেন যে, কম এবং স্থিতিশীল বেকারত্বের হার সহ, ফেড আরো তথ্য পাওয়ার আগে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

তিনি যদিও সেপটেম্বরে "লাইভ" বৈঠকের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, তবে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ইতিমধ্যে এই বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে না। ফেড ২০২৫ সালে মোট ৫০ বেসিস পয়েন্ট হার কমানোর পূর্বাভাস দেয়, তবে ২০২৬ এবং ২০২৭ সালে প্রতিটি বছরে মাত্র ২৫ বেসিস পয়েন্ট হারে কমানোর পূর্বাভাস দিয়েছে।

"পাওয়েল উল্লেখ করেছেন যে, এই পূর্বাভাসগুলি বিশেষভাবে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতার উপর নির্ভরশীল," বলেন মণব মোদি, সিনিয়র অ্যানালিস্ট, কমোডিটি রিসার্চ, মোতিলাল অসওয়াল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড। বিশ্বরাজনীতি পরিস্থিতি বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যে, এবং রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করার প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন।

ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের কোন সমাধান না হওয়া সত্ত্বেও, কিছুটা শিথিলতার প্রত্যাশায় দাম কমে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক বেকারত্ব দাবীও প্রত্যাশিতের চেয়ে কম ছিল, যা সোনার দামকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। আজকের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা কম থাকতে পারে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাবলিক হলিডে কারণে বন্ধ থাকবে," তিনি উল্লেখ করেন।

মেহতা ইক্যুইটি লিমিটেডের কমোডিটি ভিপি রাহুল কলান্দ্রি বলেন, সোনার এবং রূপোর দাম সাম্প্রতিক উচ্চতা থেকে হ্রাস পেয়েছে এবং এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গেছে, এবং এটি তিন সপ্তাহে তাদের প্রথম সাপ্তাহিক পতন হতে পারে।

রূপোর দাম এই সপ্তাহে তীব্র বৃদ্ধি দেখানোর পর ৩৫.৭০ প্রতি আউন্সের নিচে নেমে গেছে। এই পতন ঘটে যখন বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য ক্ষতির সমাধান করতে সোনা এবং রূপোতে তাদের অবস্থান সমাপ্ত করেছে, বিশেষত ইসরায়েল এবং ইরান নিয়ে বাড়তি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে। "ব্রিটিশ ব্যাংক তাদের মুদ্রানীতি বৈঠকে হার অপরিবর্তিত রেখেছে, যা মূল্যবান ধাতুর দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। তবে, ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের তীব্রতা এবং দুর্বল ডলার সূচক সেফ-হ্যাভেন হিসাবে সোনায় বিনিয়োগকে সমর্থন করছে," কলান্দ্রি বলেন।

ভারতীয় রুপি তেজি থাকায় দেশীয় বাজারে সোনা ও রূপোর দাম সমর্থন পাচ্ছে।ভারতীয় টাকায় হিসাবে, সোনার দাম ৯৮,৭৫০-৯৮,৫৫০ এর মধ্যে সমর্থন পেতে পারে, এবং প্রতিরোধ ৯৯,৫৫০-৯৯,৭৪০। রূপোর দাম ১,০৬,৩৮০-১,০৫,৫০০ এর মধ্যে সমর্থন পেতে পারে, এবং প্রতিরোধ ১,০৮,৩৫০-১,০৯,০০০।

ইরানের পারমাণবিক গবেষণা সদর দপ্তর এবং তেহরানের অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে আইডিএফের হামলা

তেল আবিব, ২০ জুন: ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে তারা গত রাতে তেহরানে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে, যা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সামরিক শিল্প সুবিধা এবং ইরানের প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন ও গবেষণা সংস্থার সদর দপ্তর।

আইডিএফ একটি পোস্টে জানায়, "৬০টিরও বেশি বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান একযোগে (বৃহস্পতিবার) রাতভর ইরানের একাধিক সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়, যেটি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছ থেকে নির্দিষ্ট গাইডেন্সের মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং প্রায় ১২০টি গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছে। রাতের মধ্যে তেহরান অঞ্চলের একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন শিল্পকেন্দ্রতে হামলা করা হয়েছে।"

"এই শিল্পকেন্দ্রগুলি বছরের পর বছর ধরে তৈরি করা হয়েছিল এবং ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিল্প কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছিল। হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল ক্ষেপণাস্ত্র উপাদান উৎপাদনের সামরিক শিল্প সুবিধা এবং রকেট ইঞ্জিন কাস্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করার স্থানগুলো," পোস্টটি উল্লেখ করে। আইডিএফ আরও জানিয়েছে যে, এ হামলার অংশ হিসেবে ইরানি শাসন ব্যবস্থার নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তেহরানে এসপিএনডি সদর দপ্তরটিও আঘাত করা হয়েছে।

"এসপিএনডি সদর দপ্তরটি ইরানি শাসন ব্যবস্থার সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং অস্ত্রের গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ২০১১ সালে ফাখরি জাদেহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি ইরানি নিউক্লিয়ার অস্ত্র কর্মসূচির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন," আইডিএফ জানায়।

এছাড়াও, ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে যে, তারা ইরান থেকে ইজরায়েলের দিকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্ত করেছে, যেহেতু ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ তার অষ্টম দিনে প্রবাহিত হয়েছে। আইডিএফ একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে, যা ইজরায়েলি নাগরিকদের জানিয়ে দিয়েছে, "প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি এই হুমকি প্রতিহত করার জন্য কাজ করছে।

দিল্লি মেট্রোতে "সাপ" দেখা নিয়ে হইচই, মহিলা যাত্রীরা দিশাহীনভাবে পালানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: দিল্লি মেট্রোর এক কোচে সাপ দেখতে পাওয়ার গুজবের জেরে ভীষণ আতঙ্ক ছড়াল, আর এই ঘটনায় মহিলারা নিরাপদে সরে যাওয়ার জন্য কোচের আসনে উঠে পালানোর চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে কোচের তল্লাশি চালানোর পর একটি ছোট টিকটিকি পাওয়া যায়, জানিয়েছে এক সরকারি কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার, ব্লু লাইন ট্রেনের এক কোচে এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায়, যেখানে কিছু যাত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করতে দেখা যায়। ভিডিওতে এক যাত্রীকে ট্রেনের জরুরি স্টপ বাটন প্রেস করতে দেখা যায়, যার ফলে ট্রেনটি আখরধাম মেট্রো স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয় এবং সবাইকে ট্রেন থেকে বের করে দেওয়া হয়।

সরকারি কর্মকর্তারা জানায়, কিছু যাত্রী দাবি করেছিলেন যে তারা একটি "সাপের লেজ" দেখতে পেয়েছেন, যার ফলে ওই মুহূর্তে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও কেউই সাপটি সঠিকভাবে দেখতে পাননি, অনেক মহিলা যাত্রী ভয় পেয়ে উপায় হিসেবে স্টিলের সিটে উঠে নিরাপদে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন।

দিল্লি মেট্রোর কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান অনুজ দয়াল জানান, "একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে হচ্ছে, যেখানে সাপটি দৃশ্যমান না হলেও দাবি করা হচ্ছে যে "সাপ" একটি মহিলা-শুধু কোচে দেখা গিয়েছে। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন যাত্রীদের কাছ থেকে অ্যালার্ট পাওয়ার পর অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়েছে।"

"আখরধাম মেট্রো স্টেশনে ট্রেনটি খালি করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে ডিপোতে গিয়ে একটি পুরোপুরি তল্লাশি করা হয়। ডিপোতে থাকা কোচ এবং ট্রেনের ফুটেজ পরীক্ষা করার পর সাপ পাওয়া যায়নি, তবে একটি ছোট টিকটিকি দেখা গেছে," তিনি বলেন।

তিনি আরও জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিএমআরসি -র প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং যাত্রীদের যে কোনও উদ্বেগ জানালে তা দ্রুত সমাধান করা হবে। "আমরা যাত্রীদের অনুরোধ করছি যে তারা সতর্ক থাকুন এবং যদি কোনও সন্দেহজনক ঘটনা

শুক্রবার আগরতলায় মহাকরণে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গত দশকে ২৫ কোটি

● প্রথম পাতার পর

শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের অগ্রগতির নেতৃত্বদানকারী বিহার, একসময় পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার কবলে পড়ে জোরপূর্বক অভিবাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেন, বিহারের প্রতিটি বাসিন্দার জন্য আত্মসম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, আমার বিহারী ভাই ও বোনেরা অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও সফল হয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তারা কখনও তাদের আত্মসম্মানের সাথে আপস করে না। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলি বিহারের গর্বকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। তিনি এই ব্যাপক দুর্নীতির শাসনের সমালোচনা করেন, যা দারিদ্র্যকে বিহারের দুর্ভাগ্যের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, শ্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিহারকে উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে এনেছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত ১০-১১ বছরে, বিহারে প্রায় ৫৫,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ১.৫ কোটিরও বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ১.৫ কোটি পরিবার জল সংযোগ পেয়েছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, রাজ্য জুড়ে ৪৫,০০০ এরও বেশি কমন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে বিহারের ছোট শহরগুলিতে এখন নতুন স্টার্ট-আপ গড়ে উঠছে। বিহারের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, পূর্ববর্তী সরকারগুলির অনাচারের জন্য দায়ী উপাদানগুলি এখন সরকার এবং বিহারের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুঁজছে। তিনি বলেন, এই গোষ্ঠীগুলি তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। বিহারের জনগণকে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী, যারা সমৃদ্ধ বিহারের দিকে যাত্রাকে বহুদূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাদের দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্লোগান শুনে আসছে, কিন্তু তাদের সরকার দেখিয়েছে যে দারিদ্র্য প্রকৃতপক্ষে হ্রাস করা যেতে পারে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত দশকে, রেকর্ড ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠেছেন। বিশ্বব্যাংকের মতো বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের সাফল্যের প্রশংসা করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিহার, বিশেষ করে নীতিশ কুমারের নেতৃত্বাধীন সরকার এই জাতীয় সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্বে, বিহারের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা চরম দারিদ্র্যের শ্রেণীতে পড়ে গিয়েছিল। তবে, গত দশ বছরে, বিহারের প্রায় চার কোটি মানুষ দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠেছেন।

শ্রী মোদী বলেন, স্বাধীনতার বহু দশক পরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ দরিদ্র রয়ে গেছেন, তবে এটা প্রচেষ্টার অভাবের কারণে নয়, বরং তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনও পথ না থাকার কারণে। শ্রী মোদী এর জন্য পূর্ববর্তী শাসনামলের দীর্ঘস্থায়ী লাইসেন্স রাজকে দায়ী করেছেন, যা দেশকে দরিদ্র করে রেখেছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেই সময়ে, প্রতিটি পরিষেবা এবং সুযোগ কঠোর কোটা-পারমিট ব্যবস্থার দ্বারা আবদ্ধ ছিল, যার ফলে ক্ষুদ্রতম কাজও অনুমোদন নিয়ে করতে হত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলির শাসনামলে দরিদ্রদের আবাসন থেকে বঞ্চিত করা হত, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বঃভোগীরা রেশন সরবরাহ চুরি করত। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্যসেবা দরিদ্রদের নাগালের বাইরে ছিল এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ছিল ক্রমাগত সংগ্রাম। কেবল বিদ্যুৎ বা জল সংযোগ পেতে নাগরিকদের অসংখ্য সরকারি অফিসে যেতে হত। গ্যাস সংযোগ পেতে একজন সাংসদের সুপারিশের প্রয়োজন হত এবং ঘুষ বা প্রভাব ছাড়া চাকরি পাওয়া যেত না। শ্রী মোদী বলেন, এই ব্যবস্থার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মূলত দলিত, মহাদলিত, পিছিয়ে পড়া এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি বলেন, এই শ্রেণীগুলিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বপ্ন দেখানো হলেও, এই প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার কোটিপতি এবং বিলিয়নিয়ার হয়ে ওঠেছে।

তিনি বলেন, গত ১১ বছর ধরে, আমাদের সরকার দরিদ্রদের পথ থেকে প্রতিটি বাধা অপসারণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে। এর ফল এখন দৃশ্যমান এবং তার কার্য্যকর ফলাফল এখন বেরিয়ে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত দশকে, সরকারি উদ্যোগের আওতায় দেশজুড়ে ৪ কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবার পাকা ঘর পেয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে আরও ৩ কোটি বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, এই উন্নয়ন বিহারের দরিদ্র, দলিত, মহাদলিত, অনগ্রসর শ্রেণী এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায়, শুধুমাত্র এই রাজ্যেই ৫৭ লক্ষেরও বেশি পাকা ঘর তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সিওয়ান জেলায় ইতিমধ্যেই দরিদ্রদের জন্য ১.১০ লক্ষেরও বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং এই কাজ কোনও বাধা ছাড়াই চলছে। তিনি বলেন, বিহারের ৫০,০০০-এরও বেশি পরিবারের জন্য আজ আবাসনের কিস্তি বিতরণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী বিশেষভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, এই বাড়িগুলির বেশিরভাগই মা ও বোনদের নামে নিবন্ধিত হয়েছে। তিনি গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, যেসব মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে কখনও নিজের নামে সম্পত্তি রাখতেন না, তারা এখন গর্বিত গৃহকর্তী হয়ে উঠছেন।

প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, সরকার দরিদ্রদের জন্য কেবল বাসস্থানই নয়, বিনামূল্যে রেশন, বিদ্যুৎ এবং জলের সুবিধাও প্রদান করছে। গত কয়েক বছরে, সারা দেশে ১২ কোটিরও বেশি নতুন পরিবারকে নলের মাধ্যমে জলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র সিওয়ান জেলাতেই, ৪.৫ লক্ষেরও বেশি পরিবার প্রথমবারের মতো নলের মাধ্যমে জল পেয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন, সরকার প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নলের সংযোগ এবং শহরাঞ্চলে পর্যাপ্ত পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিহারের বিভিন্ন শহরে একাধিক পাইপলাইন এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আরও কয়েক ডজন শহরের জন্য নতুন পাইপলাইন এবং পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগারের অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত প্রকল্প দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

পূর্ববর্তী সরকারের অতীত কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে শ্রী মোদী বলেন, তাদের কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে বিহার এবং বিনিয়োগ বিরোধী ছিল। যখনই এই দলগুলি উন্নয়নের কথা বলে, তখনই জনগণকে তালাবদ্ধ দোকান, স্থবির ব্যবসা এবং পঙ্গু শিল্পের কথা মনে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, এই কারণেই এই দলগুলি কখনও বিহারের যুবসমাজের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তিনি বলেন, এই দলগুলি ঐতিহাসিকভাবে জীর্ণ পরিকাঠামো, মাফিয়া শাসন, আইনশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতিকে উৎসাহিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, বিহারের প্রতিভাবান যুবকরা মাঠ পর্যায়ের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করছে। তিনি মারহাউড়া লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরিকে বিহারে এনডিএ-র উন্নয়ন মডেলের একটি প্রধান উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, মারহাউড়া কারখানায় তৈরি প্রথম ইঞ্জিন আফ্রিকায় রপ্তানি করা হচ্ছে, যা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, এই কারখানাটি সরান জেলায় অবস্থিত, যা একসময় পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক পশ্চাদপদ জেলা হিসেবে বাতিল করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আজ, এই জেলাটি বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও রপ্তানি মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে। বিহারের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিনকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিহারে তৈরি একটি ইঞ্জিন এখন আফ্রিকায় ট্রেনগুলিকে শক্তি দেবে। এটিকে অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত বলে অভিহিত করে তিনি। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, বিহার "মেড ইন ইন্ডিয়া" উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। তিনি আরও বলেন, মাখানা, ফল এবং শাকসবজির মতো স্থানীয় পণ্য কেবল আন্তর্জাতিক বাজারেই পৌঁছাবে না, বিহারের কারখানাগুলিতে তৈরি পণ্যের বিশ্বব্যাপী চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। শ্রী মোদী বলেন, বিহারের যুবকদের তৈরি পণ্য আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করবে।

বিহারে উন্নত আধুনিক পরিকাঠামো রাজ্যের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহার জুড়ে সড়ক, রেল, বিমান ভ্রমণ এবং জলপথে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি জানান, বিহার ধারাবাহিকভাবে নতুন ট্রেন পাচ্ছে, যার মধ্যে অত্যাধুনিক বন্দে ভারত ট্রেনও রয়েছে। শ্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার আগে, বাবা হরিহরনাথের ভূমি এখন নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বাবা গোরক্ষনাথের ভূমির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নতুন পাটনা-গোরখপুর বন্দে ভারত ট্রেন পূর্বাঞ্চলে ভগবান শিবের ভক্তদের জন্য একটি আধুনিক ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এই ট্রেনটি ভগবান বুদ্ধের তপস্যার ভূমি এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণ স্থান, কুশিনগরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবেও কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের প্রচেষ্টা কেবল বিহারে শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্য্যক্রমকেই উৎসাহিত করবে না, বরং পর্যটন খাতকেও ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। তিনি বলেন, এই উন্নয়নগুলি বিহারকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে আরও স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এর ফলে বিহারের যুবকদের জন্য অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সংবিধানের মূলমন্ত্র হলো সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং বৈষম্য দূর করা, এ কথা নিশ্চিত করে শ্রী মোদী এদিনও 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্রের মাধ্যমে এই নীতির প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় তুলে ধরেছেন। তিনি পূর্ববর্তী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর তুলনা করে বলেন, তাদের রাজনীতিতে 'পরিবার-প্রথমে', উন্নয়ন নির্ভর করে, কেবল তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য। তিনি বিহার এবং সারা দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের স্বার্থের ক্ষতি করার জন্য তাদের কঠোর সমালোচনাও করেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, ডঃ বি.আর. আম্বেদকর এই ধরণের বংশগত রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই দলগুলিকে বারবার তাঁর উত্তরাধিকারকে অবমাননা করার অভিযোগ করেছেন। তিনি সাম্প্রতিক আরেকটি দলের ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে ডঃ আম্বেদকরের ছবিকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বিহার জুড়ে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে পোস্টার দেখা গেছে। যদিও এরজন্য আদৌ কোনও ক্ষমা চাওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মোদী। তিনি বলেন, এই দলগুলির মধ্যে দলিত এবং মহাদলিতদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে। শ্রী মোদী মন্তব্য করেন যে, পূর্ববর্তী সরকারগুলি ডঃ আম্বেদকরের ছবি তাদের পায়ের কাছে রেখেছিল, কিন্তু তিনি ডঃ আম্বেদকরকে হৃদয়ে ধারণ করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারা ডঃ আম্বেদকরকে অসম্মান করে নিজেদেরকে ডঃ আম্বেদকরের চেয়েও বড় হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, বিহারের মানুষ বাবা সাহেবের প্রতি এই অপমান কখনও ভুলবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নীতিশ কুমারের প্রচেষ্টায় বিহারের দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় লঞ্চিং প্যাড ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এখন তাদের জোটের দায়িত্ব হল একসাথে কাজ করা এবং বিহারকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া। শ্রী মোদী বিহারের যুবসমাজের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে বলেন, একসাথে তারা রাজ্যের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করবে এবং বিহারকে একটি উন্নত ভারতের একটি শক্তিশালী ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করবে। চলমান উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, জিতন রাম মাঞ্জি, গিরিরাজ সিং, চিরাগ পাসওয়ান, নিত্যানন্দ রাই, রাম নাথ ঠাকুর, ডঃ রাজ ভূষণ চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র দুবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যাত্রীবাহী অটো থেকে ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

অটো আটক করে পুলিশ। ওই অটোতে তল্লাশি চালিয়ে দুই প্যাকেট ভর্তি মোট ২৪৭টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়েছে অটোর চালক রুপন দেবকে(২৬)। তার বাড়ি খোয়াইয়ের আশারামবাড়ি এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

উদয়পুর ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জুন: উদয়পুরের বনেদি ক্লাবগুলোর মধ্যে একটি ক্লাব হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব। আজ ফ্লাওয়ারস ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ক্লাবের নতুন কমিটির সভাপতি সুকুমার দাস, সহ-সভাপতি মোহনলাল দাস, সম্পাদক কিংকর সাহা, সহ-সম্পাদক রঞ্জন দাস,কোষাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ দাস সহকোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দাস এবং সদস্য হিসেবে শ্যামল সাহা, মন্টু দাস রতন পাল প্রবির পোদ্দার সমর সাহা, ঝন্টু দাস, চিরঞ্জিত সাহা, টুটোন সাহা, সৌম্যদীপ দাস ,নয়ন চক্রবর্তী ও উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার পুরো কমিশনার বুলটি দাস সহ ১৯জনের কার্য্যকরী কমিটি আগামী দুই বছর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাবেন বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব এলাকার গরিব দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যার্তে এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণ সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রক্তদান শিবির হসামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক কাজে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে।

আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সিরিজ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন: রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সিরিজ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়ে গেল আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।

আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়েই আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন ক্লাবের শীর্ষ নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি শান্তনু বনিক,সহ সভাপতি সুভাষ ঘোষ, সম্পাদক সন্তোষ গোপ, যুগ্ম সম্পাদক উমাশংকর ভট্টাচার্য্য, মিডিয়া ইনচার্জ স্বরুপা নাহা এবং অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক অপু রায় প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, গত বছরের জুলাই মাসে রাজ্যের বৃহত অংশের ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের নিয়ে যে আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব গঠিত হয়েছিল সেই ক্লাব আগামী মাসে তার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করতে চলছে। গত এগারো মাসে প্রচুর অনুষ্ঠান আয়োজন করার পাশাপাশি আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের প্রায় অর্ধশতাধিক ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকে বার্ষিক দুই লাখ টাকার দুর্ঘটনা বীমার আওতায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ২রা জুলাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঐ দুর্ঘটনা বীমার কাগজপত্র তুলে দেয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কর্মকর্তারা আরো জানান ক্লাবের এই প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২২ জুন সকাল সাড়ে সাতটায় উমাকান্ত মাঠে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে।এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং আগরতলার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। এই ফুটবল ম্যাচে মাঠে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার,টি এফ এর অন্যান্য কর্মকর্তারা। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কর্মকর্তারা আরো জানান যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাবের বিচারে বিভিন্ন ইভেন্টে রাজ্যের বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী রবিবার আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচের জার্সি উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তারা।

আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের আসন্ন প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে সেই সমস্ত কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য মিডিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কর্মকর্তারা।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন: শুক্রবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচী সংঘটিত করা হয় তেলিয়ামুড়ায়। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ও তেলিয়ামুড়া আর আর ডি ব্লকের সহযোগিতায় নান কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচী সংঘটিত করা হয়।

এদিন এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, মহকুমা প্রশাসন, ব্লক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক কর্মি, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী, এন এস এস সহ সাধারণ জনগন। এদিন তেলিয়ামুড়া থানার সামনে থেকে তেলিয়ামুড়া শহরের বাজার রাস্তাঘাট ইত্যাদি অঞ্চলে চলে এই স্বচ্ছতা অভিযান।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার জানান যে, কেবল মাত্র কোন অনুষ্ঠান বা কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই এধরনের কর্মসূচী পালন নয়, সাড়া বছর জুড়ে প্রত্যেক দিন চলুক এই কর্মসূচী বলেও তিনি আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি আজকে সকল অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংঘটিত স্বচ্চতা অভিযান সত্যিকার অর্থেই স্বার্থক হয়েছে বলেও তিনি জানান।

রেগার মজুরি বৃদ্ধি সহ সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের

আগরতলা, ২০ জুন : রেগার মজুরি বৃদ্ধি সহ সাত দফা দাবিতে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিবের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন কংগ্রেসে নেতা কর্মীরা।

সংগঠনের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল অভিযোগ করেন, বিগত দিনে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রেগার মজুরি বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রোগাী মজুরি বৃদ্ধি করা হয় নি। তাছাড়া, সঠিক সময়ে বেকার মজুরিও প্রদান করছে না সরকার। ফলে, বিভিন্ন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন রেগার কর্মীরা। তাই আজ গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিবের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের তরফ থেকে রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করা, কাজের সাতদিনের মধ্যে মজুরি প্রদান করা সহ সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে উদযাপিত হলো বিশ্ব রক্তদাতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ জুন: 'রক্ত দিন, আশা জাগান, চলুন সবাই মিলে জীবন বাঁচাই'এই মহৎ স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্মনগরে উদযাপিত হলো বিশ্ব রক্তদাতা দিবস।

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টাইনারের জন্মদিন ১৪ জুনকে স্মরণে রেখে প্রতিবছর এই দিনটি বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তিনি রক্তের বিভিন্ন গ্রুপের আবিষ্কারক হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

এই দিনকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠা। আয়োজনের ব্যবস্থাপনায় ছিল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন, অর্থিক সহযোগিতায় ছিল ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চারণ পরিষদ এবং সহায়তায় ছিল উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হেল্পিং হ্যান্ড অর্গানাইজেশন।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রক্ত সঞ্চারণ পরিষদের মেম্বার সেক্রেটারি ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানি দাস সেন, কাউন্সিলর রাহুল কিশোর রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সন্দীপক রায়, সমাজসেবী সমর চক্রবর্তী এবং ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বিধান গোস্বামী। সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চম্পু সোম।

দিবসটি উপলক্ষে অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী ও রক্তদাতা সংগঠনগুলোকে সম্মাননা জানানো হয়। উন্মোচন করা হয় বার্ষিক ভলান্টারি রক্তদান শিবিরের ক্যালেন্ডার। এদিন একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ওপেন কুইজ প্রতিযোগিতা, যা দিনটিকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

এবছর জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ের নতুন পাকা বাড়ি, বিদ্যালয় সংস্কার, অফিস নির্মাণ, স্বাস্থ্য ভবন ইত্যাদি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষায়। এছাড়াও রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নেও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৪০০ কোটি টাকা জনজাতিদের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে রাজ্যে। ৯টি সুপার স্পেশালিটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। বহিঃরাজ্যের চিকিৎসকগণও রাজ্যে আসছেন। চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে ১৯ হাজার সরকারি চাকুরি হয়েছে। অন্যান্যভাবে চাকুরি হয়েছে আরও ৫ হাজার। রাজ্যে ৫৬ হাজার স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। মহিলাদের উন্নয়নে সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। লাখপতি দিদি, ড্রোন দিদি তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আনারস ও ফল চাষ, রাবার বাগান, মৎস্যচাষ, পশুপালন, পর্যটন এই সব ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে।

সেইসঙ্গে রাজ্যে নতুন হাসপাতাল, ফিসারী কলেজ, ধম্মদীপা ইন্টারন্যাশন্যাল বুদ্ধিষ্ট ইউনিভার্সিটি স্থাপন, নার্সিং ও প্যারা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, ওপেন ইউনিভার্সিটি স্থাপন, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ ব্যাপকভাবে চলছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজ্যবাসীর মনে এখন আমার সরকার এই মনোভাব তৈরি হয়েছে।

সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অনুষ্ঠানে বলেন, দক্ষিণ জেলার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ নজর দিয়েছেন। এখানকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা আজ সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসের নবনির্মিত পাকা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে দুইজন নাগরিককে আয়ুষ্মান কার্ড এবং ২ জন নতুন ভোটারের হাতে ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেন। সাব্রুমে বৈশাখী মেলায় প্রকাশিত স্মরণিকা "শ্রীচরণেষু" মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন সাবুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে।

জামিনের আবেদন

● প্রথম পাতার পর

ভিজিল্যান্স আদালতে পেশ করা হয়।

গ্রেফতারের পর তাকে ভুবনেশ্বরের ভিজিল্যান্স আদালতে হাজির করা হলে আদালত তার জামিনের আবেদন খারিজ করে তাকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এখন তিনি জামিনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে গেছেন।

হাইকোর্টে তাঁর জামিন আবেদন শোনবে এবং এরপরই আদালত এটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে যে তাকে জামিন দেওয়া হবে কিনা।

বিজেপি সরকার মানুষকে

● প্রথম পাতার পর

জীবিকা নির্বাহ করা মানুষের সংখ্যা ৪২.৪ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রটাকে কর্পোরেটদের হাতে সঁপে দেওয়ার অনেক তথ্যের মধ্যে একটি ফসল বীমা যোজনায় কৃষকরা লাভবান হোক বা না হোক এই প্রকল্প থেকে বিমা কোম্পানিগুলি গত পাঁচ বছরে মুনাফা করেছে সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি (বিমা কোম্পানিগুলির মধ্যে মাত্র দুটি হচ্ছে সরকারি সংস্থা)। কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির হার ২০০৪-১৪তে ছিলো ১.১৭ শতাংশ হারে। আর ২০১৪-২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ০.৫৩ শতাংশে।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং স্কুটির এক পাশ তাঁর পায়ের উপর পরে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানান্তর করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, জয়দেবের একটি পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তা টিকিয়ে রাখা কষ্ট হবে। জয়দেব একজন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করতেন। তার এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্থানীয়রা দোষী বাস চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং একইসঙ্গে জয়দেবের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন এবং ঘাতক বাসটি আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে গেলেও পুলিশ চালকের খোঁজ জোর তল্লাশি চালাচ্ছে এখানে উল্লেখ থাকে যে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি আশ্রমপাড়া এলাকার জয়দেব দাস সংসার প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে দুবেলায় সবজি বিক্রি করেন মাথাবাড়ি শপিং কমপ্লেক্স এলাকায় প্রতিদিনের মতো আজও সকাল বেলা সবজি নিয়ে বাজারে প্রবেশের একটু আগেই মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পা হারানোর ঘটনায় সবাই অনুতপ্ত এবং ড্রাইভার ঘাতক বাসের চালককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই জয়দেবের বিকলাঙ্গ স্কুটিটির নাম্বার টি টি আর জিরো থ্রি এইচ ৮৬৭৫ এবং ঘাতক বাস গাড়িটির নাম্বার টি আর জিরো এইট ১২১৭।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে

● আটের পাতার পর

সম্পাদক খোকন দেব, দীপক কুমার বর্ধন, সমরেশ বিশ্বাস, সাংবাদিক ও সমাজসেবী বাদল চন্দ্র দাস, যাদের আগ্রহে যোগা শিবিরটি চলছে তারা হল চন্ডী দেবনাথ ও তাপস বিশ্বাস। যোগা শিবির ঘিরে বামুটিয়াবাসীর মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়।

াঙ্গন

ইনিংস সহ দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে স্ফুলিঙ্গ জে সি লীগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন, শংকর সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। ইনিংস সহ ১৪ রানে সরাসরি জয় ছিনিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছে স্ফুলিঙ্গ। এদিকে, হেরে অনেকটাই পিছিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এই জয়ের সুবাদে স্ফুলিঙ্গ জে সি মেমোরিয়াল লীগ টুর্নামেন্ট ২০২৩-২৪ এ চ্যাম্পিয়ন খেতাবও ছিনিয়ে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের। জে সি মেমোরিয়াল লীগ ২০২৩-২৪ এর তৃতীয় রাউন্ডের দুটি ম্যাচ আজ শেষ হয়েছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ সত্বেও স্ফুলিঙ্গ ইনিংস সহ চৌদ্দ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে পরাজিত করে বোনাস সহ দারুন জয়ের স্বাদ পেয়েছে। শুক্রবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ফলোঅনে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে চেষ্টা করেছিল। তবে ব্যাটার্সরা ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে আজ ৩৪.৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান যোগ করে মোট ১৪৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্ফুলিঙ্গের প্রথম ইনিংসে ২৬০ রানের জবাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথম ইনিংসে ১০২ রান সংগ্রহ করেছিল। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে শংকর পাল দুর্দান্ত বোলিং (২৫-৪-৬৯-৫) পারফরমেন্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে কৌশল আচার্য্যের ৫২ রান, তুষার সাহার ৪৮ রান এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বাবুল দে-র ৪১ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য। স্ফুলিঙ্গের শুভম ঘোষ ২ ইনিংসে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

গার্লস স্কুল ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে বড়দোয়ালি ও আসাম রাইফেলস ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে আসাম রাইফেল স্কুল এবং বড়দোয়ালী স্কুল দল ফাইনালে নিজেদের মধ্যে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আগামী ২৫ জুন এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা ১১ঃ০০ টায় সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে বড়দোয়ালি ও আসাম রাইফেলস স্কুলের মুখোমুখি হবে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়, আগামী ২৩ জুন লীগের খেলায় অবশ্যই বড়দোয়ালী স্কুল দল এবং আসাম রাইফেল স্কুল দল লীগ পর্যায়ে একবার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ঐদিন অপর খেলায় ভবনস ত্রিপুরা এবং প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে খেলবে। আজ শুক্রবার লীগ পর্যায়ের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আসাম রাইফেলস স্কুল দল দশ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির কে পরাজিত করেছে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে খেলার ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৬ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির মেয়েরা ছয় ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে আসাম রাইফেলস স্কুলের মেয়েরা ৮ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয় দলের সুস্মিতা বসাক ৫ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। অপর খেলায় বড়দোয়ালী স্কুল দল ৪৪ রানে ব্যবধানে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির কে পরাজিত করেছে। বিজয় দলের অনুভা পাল দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

রোহিতের জুতোয় পা গলিয়ে ব্যাট করতে নামবেন কোহলির জায়গায়, শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া চ্যালেঞ্জ শুভমনের সামনে

শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর ৩টেয় হেডিংলেতে শুভমন গিল যখন টস করতে নামবেন, তখন কী চলবে তাঁর মাথায়? টসের ফল, নিজের ব্যাটিং, দলের পরিকল্পনা, হেডিংলের আবহাওয়া, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির না থাকা এই সবই ঘুরপাক খাবে। প্রথম বার এক অন্যরকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকবেন তিনি। হয়তো বুঝবেন এত বছর ধরে কোহলি ও রোহিতকে কী কী সামলাতে হয়েছে। তাতে কি চাপে পড়বেন শুভমন? নাকি সেখান থেকে সহজেই বেরিয়ে আসবেন তিনি? তার জবাব পাওয়া যাবে আগামী পাঁচ দিনে। তবে এটা বলা যেতে পারে শুক্রবার থেকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে শুভমনকে। এক কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাঁর সামনে।২০২০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর থেকে তাঁর ৩২টা টেস্টের মধ্যে ১০টা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছেন শুভমন। রান করেছেন ৫৯২। গড় ৩৭। দুটো শতরান ও তিনটে অর্ধশতরান রয়েছে। দেখে মনে হবে, ছোট টেস্ট কেরিয়ারে এই রেকর্ড খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। ইংল্যান্ডের মাটিতে যে তিনটে টেস্ট শুভমন খেলেছেন তাতে মাত্র ৮৮ রান করেছেন তিনি। গড় মাত্র ১৪.৬৬। একটা অর্ধশতরানও নেই সেখানে। তাই ইংল্যান্ডে অধিনায়ক শুভমনের পাশাপাশি ব্যাটার শুভমনের পরীক্ষা।আইপিএলের মাঝে রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর যে শুভমনই নতুন টেস্ট অধিনায়ক হবেন তা নিশ্চিত ছিল। আইপিএলের মাঝেই কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। জানা গিয়েছিল, সেই সময় থেকেই লাল বলের ক্রিকেটে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে শুভমন জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তৈরি। কে আছে, কে নেই, তা ভাবছেন না। ইংল্যান্ডে গিয়েও একই কথা বলেছেন ভারত অধিনায়ক। রোহিত, কোহলিকে ছাড়াই জিততে নামবেন তিনি। শুভমন বলেন, “গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে সিরিজ খেলেছিলাম সেটা আমার খেলা অন্যতম সেরা সিরিজ। সেখানেও আমাদের প্রথম একাদশের অনেক ক্রিকেটার ছিল না। কিন্তু তার পরেও ইংল্যান্ডকে ৪-১ হারিয়েছিলাম। সেটা থেকেই বোঝা যায় আমাদের ক্রিকেটারদের মান কত ভাল। গত বারের ফল এ বারও করে দেখাতে চাই। রোহিত, কোহলিকে ছাড়াই আমরা জিতব।”আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন শুভমন। রোহিত ও কোহলির সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের পরামর্শ নিয়েছেন। পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। সেই পরিকল্পনমা কাজে লাগাতে চান তিনি। শুভমনের কথায়, “আইপিএলের সময় দু’জনের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা ওদের ইংল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা আমাকে বলেছে। এখানে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হয় সেটা জানিয়েছে। ওদের শিক্ষা এখানে কাজে লাগাতে চাই।” তবে তাতে শুভমনের কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে না।তার সবচেয়ে বড় কারণ ইংল্যান্ডের পরিবেশ। সেখানে সারা দিন বল সুইং করে। আকাশে মেঘ থাকলে পেসারদের সামলানো কঠিন। ভারতের যে দল ইংল্যান্ডে গিয়েছে সেখানে শুভমন ছাড়া লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, করুণ নায়ার ও রবীন্দ্র জাডেজার এই দেশে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাকিদের প্রথম সফর। তাই লাল ডিউক বল সামলাতে সমস্যায় পড়তে পারেন তাঁরা। সে ক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে শুভমনকে। সেই কারণেই হয়তো তিন নম্বর ছেড়ে কোহলির চার নম্বরে খেলবেন শুভমন। যাতে রাহুলের পরে মিডল অর্ডার সামলানোর জন্য কেউ থাকতে পারে।তবে একটা সুবিধা পাবেন শুভমন। ইংল্যান্ডের প্রথম সারির বোলারদের প্রায় কেউই নেই প্রথম টেস্টে। মার্ক উড, ওলি স্টোন, গাস অ্যাটকিনসন, জফ্রা আর্চার না থাকায় কিছুটা হলেও সুবিধা হবে ভারতীয় ব্যাটারদের। সেটা তাঁরা কতটা কাজে লাগাতে পারেন, তার উপর নির্ভর করছে ভারতের সাফল্য।ভারতের বোলিং আক্রমণে এ বার মহম্মদ শামি নেই। জসপ্রীত বুমরাহও চোট সারিয়ে ফিরছেন। মহম্মদ সিরাজ অনেক দিন লাল বলের ক্রিকেট খেলেননি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের অভিজ্ঞতা কম। অর্শদীপ সিংহের প্রথম সফর।

ফলে বোলারদের সামলানোও বড় চ্যালেঞ্জ শুভমনের সামনে। অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট গত কয়েক বছরে অনেক তারকা তৈরি করেছে। আইপিএলের দৌলতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকেন ক্রিকেটারেরা। সেই সুবিধা পাবেন শুভমন। পাশাপাশি গত তিনটে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড এমন কিছু ভাল ফল করেনি। ভারত সেখানে দু’বার ফাইনাল খেলেছে।

তাই কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস বেশি থাকবে তাদের। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরুটা ভাল করতে চাইছে ভারত।শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর সাড়ে ৩টে থেকে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। সরাসরি খেলা দেখা যাবে সোনি স্পোর্টস চ্যানেল ও জিয়োহটস্টার অ্যাপে।

ক্লাব বিশ্বকাপে পোর্তোর বিরুদ্ধে কি খেলতে পারবেন মেসি? ম্যাচের আগে মুখ খুললেন মায়ামির কোচ

বুধবার অনুশীলনে দেখে মনে হয়েছিল, বাঁ পায়ে সমস্যা হচ্ছে লিয়োনেল মেসির। বার বার বাঁ পা ধরে বসে পড়ছিলেন তিনি। ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে এফসি পোর্তোর বিরুদ্ধে খেলবে ইন্টার মায়ামি। সেই ম্যাচে কি মেসিকে পাবে তারা? জানিয়ে দিলেন দলের কোচ জাভিয়ের সচেরানো।“মায়ামি থেকে আটলান্টা যাওয়ার পথে অনেক জায়গায় এই খবরটা পড়লাম। চিন্তার কিছু নেই। লিয়ো সম্পূর্ণ সুস্থ। ও গোটা অনুশীলনেই ছিল।” মাসচেরানা আরও বলেন, “অনুশীলনে ও পায়ে হাত দিয়ে বসেছিল। ও ভাবে অনেকেই নিজেদের বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করে। লিয়োও তাই করছিল। ওর কোনও সমস্যা নেই। মাঠে নামার জন্য ও পুরোপুরি তৈরি।”আগের ম্যাচে আল আহলির বিরুদ্ধে জর্দি আলবাকে পায়নি মায়ামি। তিনি না থাকায় আক্রমণ তৈরি করতে সমস্যা হয়েছিল মেসিদের। পোর্তো ম্যাচে ফিরছেন আলবা। মাসচেরানো বলেন, “আলবাও সুস্থ। তবে ওকে শুরু থেকে খেলাব কি না, তা এখনও বলব না। যেটা দলের জন্য ভাল সেটাই করব। কী করব সেটা আমি জানি না। কিন্তু এখনই তা বলছি না।” পর্তুগালের ক্লাব পোর্তো কঠিন প্রতিপক্ষ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো প্রতিযোগিতায় তারা নিয়মিত খেলে।

তাদের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক মাসচেরানো। মেসিদের কোচ বলেন, “আমরা এমন একটা দলের বিরুদ্ধে খেলব যারা বিশ্বের সেরা লিগে খেলে। কিন্তু মাঠে ১১ বনাম ১১ ফুটবলারের লড়াই। আমরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব। ওদের দুর্বলতা জানি।

সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।”ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল হয়নি মায়ামির। প্রথম ম্যাচ ড্র করেছে তারা। তাই দ্বিতীয় ম্যাচ তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আটলান্টা গিয়েছেন মাসচেরানো। এখন দেখার দ্বিতীয় ম্যাচে মেসিরা জয়ে ফিরতে পারেন কি না।

প্রথম টেস্টে অভিষেক ভারতীয় ব্যাটারের, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোন ১১ জনকে নিয়ে খেলছে ভারত?

হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে মুখোমুখি ভারত এবং ইংল্যান্ড। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি অবসর নেওয়ার পর এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলছে ভারতীয় দল। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে এবং অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি হারার পর এই সিরিজ ভারতীয় দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেডিংলে টেস্টেই আবার ভারতীয় দলকে প্রথম বার নেতৃত্ব দেবেন শুভমন গিল। গুরুত্বপূর্ণ এই টেস্টের জন্য কেমন হল ভারতীয় দল?টসের পর প্রথম একাদশ জানালেন অধিনায়ক শুভমন। দলে তেমন বড় চমক নেই। প্রত্যাশা মতোই টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে ফর্মে থাকা সাই সুদর্শনের। তিনি তিন নম্বরে ব্যাট করবেন। আট বছর পর টেস্ট খেলতে নামছেন করুণ নায়ারও। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন লোকেশ রাহুল। দলে রয়েছেন শার্দূল ঠাকুরও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ টেস্ট বিশ্বকাপ চক্র শুরু করছে ভারতীয় দল।হেডিংলেতে প্রথমে ব্যাট করবে ভারত। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস।ভারতের প্রথম একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন, শুভমন গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), করুণ নায়ার, রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

রাজ্য অনূর্ধ-১৩ দাবা টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু আগামীকাল (শনিবার) থেকে। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে আসর। বালক এবং বালিকাদের। ওই আসর থেকে জাতীয় আসরের জন্য বাছাই করা হবে ত্রিপুরা দল। ইতিমধ্যে বালক বিভাগে ২৫ জন এবং বালিকা বিভাগের ১৫ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নেওয়ার জন্য এন্টি জমা দিয়েছে। রাজ্য সংস্থার কর্তারা আশাবাদী আরও বেশ কয়েকজন দাবাড়ু আসরে অংশ নেবে। শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ। খেলা পরিচালনা করবেন মিঠুন পাল। মোট ৬ রাউন্ডে হবে খেলা।

নয়ডায় জাতীয় হ্যান্ডবলে জয় দিয়ে দারুন শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতল।। জয় দিয়ে জাতীয় আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। নয়ডাতে অনুষ্ঠিত ৪৭ তম জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায়। আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে ”ডি” গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে চন্ডিগড় এবং ঝাড়খন্ড। নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে ত্রিপুরা ২১ এবং ০১ গোলে পরাজিত করে ঝাড়খন্ডকে। আজকে ত্রিপুরা ০৭ এবং ০৪ গোলে পরাজিত করে চন্ডিগড়। শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলছিলেন ত্রিপুরার খেলোয়াররা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে চন্ডিগড়কে হারিয়ে ত্রিপুরা কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল। রিয়া শর্মা ২ গোল, অন্তরা দত্ত ২ গোল, আরশীতা পাল ২ গোল, পূর্ণিমা মালি ১ গোল। তারা গোল করে ত্রিপুরা টিমের বিজয় লাভ করিয়েছে।পারফরম্যান্স ও লড়াই য়ে অন্তরা দত্ত এবং রিয়া শর্মা ইনজুরি হয়েছে। গতবারও ওরা অষ্টম স্থান দখল করেছে এবং এবারও ত্রিপুরা অষ্টম স্থান দখল করেছে। আরো ভালো পারফরম্যান্স করলে মেডেল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা জুনিয়র গার্লস টিম, ভালো স্থান দখল করবে। রাজ্য হ্যান্ডবল সংস্থার সচিব লিটন রায় এ খবর জানান।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন এমবাপে, কবে খেলায় ফিরবেন রিয়ালের স্ট্রাইকার?

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের (পেটের সমস্যা) সমস্যায় ভুগছিলেন। কিছু পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। অসুস্থতার জন্য ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম দু’টি ম্যাচে তাঁকে পায়নি রিয়াল মাদ্রিদ।ক্লাবের পক্ষ থেকেই এমবাপের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর জানানো হয়েছে। রিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছে, “বৃহস্পতিবার দুপুরে কিলিয়ন এমবাপেকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমবাপে দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আরও কিছু দিন চিকিৎসা চলবে এমবাপের। ধীরে ধীরে দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হবে তাঁকে।” খেলায় ফিরতে তাঁর কত দিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয়নি।গত শনিবার ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে আমেরিকায় পৌঁছোন এমবাপে। মঙ্গলবার পাম বিচ গার্ডেন্সে দলের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তাঁর জ্বর হয়েছে। পরে আল হিলালের বিরুদ্ধে তাঁকে দলের বাইরে রাখা হয়। আমেরিকায় পৌঁছোনোর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ফরাসি স্ট্রাইকার ক্লাব বিশ্বকাপের

ব্লাড মাউথের সঙ্গে ম্যাচ ড্র লিড পেয়ে সংহতি রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে সংহতি ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। বিশেষ করে দুটি ম্যাচ থেকে লিড নিয়ে তিন করে পয়েন্ট প্রাপ্তির সৌজন্যে সংহতি ক্লাব জে সি মেমোরিয়াল লীগ ২০২৩-২৪ এর আসরে রানার্স খেতাব অর্জন করেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে তৃতীয় দিনের খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭.১ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্তক্রমে অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে সংহতি ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দুই দিনে খেলে প্রথম ইনিংসে ১৮১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে সংহতি দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৪৭.২ ওভার খেলে ১৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে। বিজয়ী দলের দুর্লভ রায় মারকুটে ব্যাট চালিয়ে ৭৩ বলে দুর্দান্ত ৬৮ রান পেয়েছে একটি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। বোলিংয়ে ৩৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে দুর্লভ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এছাড়া, ব্যাটিং লাইনআপে ব্লাড মাউথের বিক্রম কুমার দাসের ৭৭ রান, সংহতির শ্রীদাম পালের ৪২ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে অমিত আলী ২৬ রানে চারটি এবং চিরঞ্জিত পাল ৪৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

হরিয়ানায় জাতীয় দাবায় শুভায়ন, তৃষিকার ৬ পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল শনিবার শেষ। জাতীয় অনূর্ধ - ৯ দাবা প্রতিযোগিতা। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসর। শুক্রবার আসরের নবম এবং দশম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন দুই রাউন্ডেই জয় পেয়ে চমক দেয় অনূর্ধ -৭ বছরের দাবাড়ু ত্রিপুরার তৃষিকা কমরাপু। বালক বিভাগে রাজ্যের সেরা দাবাড়ু শুভয়ান দাস এদিন সকালে জয় পেলেও হেরে যায় বিকেলে। ১০ রাউন্ড শেষে তৃষিকা এবং শুভায়নের পয়েন্ট ৬। অবন্তিকা চক্রবর্তী এদিন সকালে হারলেও বিকেলে পয়েন্ট ভাগ করে। অবন্তিকার পয়েন্ট ৫। দেবরাজ ভট্টাচার্য্য সকালে পয়েন্ট ভাগ করার পর বিকেলে হেরে যায়। দেবরাজ এর পয়েন্ট সাড়ে ৪। এখবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সেন্টু রঞ্জন দাস।

প্রকাশ্যে ‘অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি’, টেস্ট ক্রিকেটকে জীবনের সঙ্গে তুলনা করলেন সচিন

আগে থেকেই দিন ঠিক ছিল। সেইমতো শুক্রবার হেডিংলেতে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট শুরুর আগের দিন প্রকাশ্যে এল ‘অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি’। যাঁদের নামে এই দুই ট্রফি সেই জেমস অ্যান্ডারসন ও সচিন তেন্ডুলকরের উপস্থিতিতে ট্রফি উন্মোচন হল। সেখানেই সচিন জানালেন, টেস্ট ক্রিকেট তাঁর কাছে জীবনের মতো।এর আগে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নাম ছিল ‘পটৌদী ট্রফি’। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পটৌদীর নামে ছিল এই ট্রফি। কিন্তু এ বারের সিরিজের আগে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, ট্রফির নামবদল হবে। ইংল্যান্ড ও ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা দুই ক্রিকেটার অ্যান্ডারসন ও সচিনের নামে ট্রফির নাম দেওয়া হবে। তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। পটৌদীর নাম সরানোয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন অনেকে। শেষে সচিনের অনুরোধে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জয়ী দলের অধিনায়ককে একটি বিশেষ পদক দেওয়া হবে। তার নাম পটৌদীর নামে থাকবে।ট্রফির গায়ে সচিন ও অ্যান্ডারসনের ছবি রয়েছে। তাঁদের সইও রয়েছে। টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন সচিন (২০০)। তার পরেই রয়েছেন অ্যান্ডারসন (১৮৮)। দুই কিংবদন্তিকে সম্মান জানাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড। তাতে সায় রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও।টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক সচিন। লাল বলের ক্রিকেটে ১৫, ৯২১ রান করেছেন তিনি। ২৪ বছর ধরে টেস্ট খেলেছেন সচিন। অন্য দিকে টেস্টে ৭০৪ উইকেট নিয়েছেন অ্যান্ডারসন, যা পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাঁর উপরে রয়েছেন দুই স্পিনার মুথাইয়া মুরলিথরন ও শেন ওয়ার্ন।তাঁর নামাঙ্কিত ট্রফির উন্মোচনে গিয়ে সচিন বলেন, “আমার কাছে টেস্ট ক্রিকেট জীবনের মতো। এক দিন খারাপ গেলে পরের দিন ফেরার সুযোগ থাকে। অনেক কিছু শেখা যায়। এটা ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফরম্যাট। এখান থেকে শৃঙ্খলা, ধৈর্য্য ও কঠিন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়, যা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কাজে লাগে। সেখানে যে আমার নাম জুড়ে গেল সেটা আমার কাছে গর্বের।” একই সুর শোনা গিয়েছে অ্যান্ডারসনের গলাতেও। তিনি বলেন, “এটা আমার ও আমার পরিবারের কাছে গর্বের মুহূর্ত। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে লড়াই ক্রিকেটের ইতিহাসে এক সোনার অধ্যায়। কত দুর্দান্ত সব মুহূর্ত রয়েছে। সেখানে যে আমার নাম জুড়ে গেল, তাতে আমি দু’দেশের বোর্ডকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আশা করি, এ বারও দারুণ একটা সিরিজ দেখব।”

ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট, কেমন থাকবে লিডসের আবহাওয়া? পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটা?

ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে শুক্রবার। লিডসে হবে ম্যাচ। শুভমন গিলের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দল নামবে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তবে সেই ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।ইংল্যান্ডের আবহাওয়া বরাবরই খামখেয়ালি। কখন রোদ উঠবে বা কখন বৃষ্টি নামবে আগে থেকে বলা মুশকিল। ফলে লিডসের আবহাওয়া নিয়েও আগে থেকে স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের পূর্বাভাস অনুযায়ী খেলার প্রথম দিন, অর্থাৎ শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সে দিন লিডসের তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অর্থাৎ বেশ গরমের মধ্যে খেলতে হবে ক্রিকেটারদের।দ্বিতীয় দিন তাপমাত্রা একই থাকলেও দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকবে। হালকা হলেও বৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয় দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় গোটা দিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা। ম্যাচের মাঝে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। খাপছাড়া বৃষ্টি হতে পারে।চতুর্থ দিন তাপমাত্রা কমবে। ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে খেলতে হতে পারে ক্রিকেটারদের। পঞ্চম দিনও তাপমাত্রা কমের দিকেই থাকবে। সে দিনও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ২১ থেকে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।হেডিংলেতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগে সাতটি টেস্ট খেলেছে ভারত। জিতেছে দু’টি টেস্ট। একটি ড্র হয়েছে এবং চারটি হেরেছে। ১৯৮৬ সালে কপিল দেব এবং ২০০২ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জিতেছিল ভারত।হেডিংলের পিচে সবুজের আভা থাকলেও পিচ শুকনো থাকবে। যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে সুবিধা পেতে পারেন ব্যাটারেরা।

টেস্ট বিশ্বকাপে শুক্রবার শুরু হচ্ছে ভারতের অভিযান, কোন দেশ এ বার সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলবে, কারা সবচেয়ে কম?

শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশের টেস্ট শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। সেই টেস্ট থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে পরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার ভারত-ইংল্যান্ডের যে টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে, সেটিও পরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত। দু’বছরের এই চক্রে কোন দেশ কতগুলি টেস্ট খেলবে?আইসিসি যে সূচি প্রকাশ করেছে সেই অনুযায়ী ইংল্যান্ড সবচেয়ে বেশি, ২১টি টেস্ট খেলবে। অস্ট্রেলিয়া খেলবে ২০টি টেস্ট। ভারত খেলবে ১৮টি টেস্ট। এর পর রয়েছে নিউ জিল্যান্ড (১৬), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৪), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৪), পাকিস্তান (১৩)। শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে কম, ১২টি করে টেস্ট খেলবে।সূচি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া দু’টি টেস্ট খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি, ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু’টি টেস্ট খেলবে। ভারত খেলবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু’টি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু’টি, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু’টি, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু’টি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট।ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষের মধ্যে রয়েছে ভারত (৫টি), অস্ট্রেলিয়া (৫টি), নিউ জিল্যান্ড (৩টি), পাকিস্তান (৩টি), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩টি) এবং বাংলাদেশ (২টি)।

জাগরণ 21 June, 2025, Saturday আগরতলা ২১ জুন, ২০২৫ ইং, ■ ৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মত বিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন: মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কার্য়ালয়ের উদ্যোগে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং ওয়েবমিডিয়ার সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ঊষাজেন মগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণ।

মতবিনিময় সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, সাধারণ জনগণের নিকট যে কোনও তথ্য সহজ এবং দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নির্বাচন করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন নিয়ম ও আইন প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে জনমানসে যাতে কোনও ধরনের নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি না হয় তারজন্য সংবাদমাধ্যমের সাথে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কার্য়ালয়ের আধিকারিকগণের সময়ে সময়ে মতবিনিময় করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দেশিকা রয়েছে।

এছাড়াও সংবাদমাধ্যম এবং নির্বাচন আয়োজন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের জন্যও এ ধরনের মতবিনিময় সভার গুরুত্ব রয়েছে বলে সভায় বলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সভায় এছাড়াও আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস পাল, জয়ন্ত দেবনাথ, অভিষেক দে, সুজিত দে, মনীষা পাল চৌধুরী, হীরক গুপ্ত, সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন ত্রিপুরা, হেডলাইনস ত্রিপুরা, নিউজ ভ্যানগার্ড, মানুষ পত্রিকা, নিউজ টুডে, ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ডট কম, ত্রিপুরা টুডে ডট কমের প্রতিনিধিগণ। সভায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উপস্থিত সকলের হাতে ইন্ডিয়া ভোটস- এ সাগা অব ডেমোক্র্যাসি শীর্ষক বুকলেট তুলে দেন।

খোয়াই পুর পরিষদ এলাকার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ জুন: খোয়াই পুর পরিষদের উদ্যোগে নতুন টাউন হলে পুর পরিষদ এলাকার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আজ। খোয়াই টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় খোয়াই পুর পরিষদের তরফ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুকূল চন্দ্র দাস, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাসিস নাথ শর্মা।

কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় নাথ শর্মা, দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের প্রিন্সিপাল খোকন মজুমদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন পুর এলাকার ১২১ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ষাট শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য।

পাচারকালে ৪৫০ কেজি গাঁজা সহ আটক ধৃত

আগরতলা, ২০ জুন : গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ আজ একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে ৪৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। সাথে গাড়ির চালক ও সহচালককে আটক করেছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন আমবাসা থানার ওসি নন্দন দাস।

আমবাসা থানার ওসি নন্দন দাস বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানায় খবর আসে গাড়ি করের গাঁজা গঙ্গানগর হয়ে আমবাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। ওই খবরের পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ওই সময় একটি গাড়িকে আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪৫০ কেজি গাঁজা সহ গাড়ির চালক ও সহচালককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ধৃতরা হলেন, প্রসেনজিৎ মজুমদার ও রাজু দেব। তাদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে বামুটিয়া ব্লক প্রাঙ্গনে চার দিনের যোগা শিবির চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন: আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। যোগা দিবসকে সামনে রেখে বামুটিয়া মন্ডলের উদ্যোগে ব্লক অফিস প্রাঙ্গনে চার দিনের যোগা শিবির চলছে। গত ১৯শে জুন থেকে শিবির শুরু হয়েছে যা চলবে বাইশে জুন পর্যন্ত। পতঞ্জলি যোগপীঠ হরিদ্বারের তত্ত্বাবধানে মোহনপুরের যোগাচার্য রূপক দেবনাথ শিবির পরিচালনা করছে। অদ্য বিশে জুন সকাল বেলা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রচুর সংখ্যক জনতা উপস্থিত ছিল যোগা প্রশিক্ষণ নিতে। যোগআচার্য রূপক দেবনাথ বলেন যোগা হলো ব্যক্তিকে যোগ্য করে তোলে। যোগাভ্যাস করলে মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতি একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। মন ইন্দ্রিয়গুলি উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়। কুসংস্কার নাশ হয়, সুসংস্কারের উদয় হয়। শান্তি প্রসন্নতা নির্বিকতা সন্তুষ্টি ও আনন্দের উদয় হয়। যোগা না করলে ব্যবহার ভালো হয় না। সুস্বাস্থ্যের জন্য সৎ ভাবে জীবন যাপনের জন্য সর্বোপরি সমাজের উন্নয়নের জন্য যোগার আবশ্যকতা রয়েছে। শরীরকে নীরোগ রাখার উত্তম পথ হল যোগা তাই সব বয়সের মানুষকে যোগা করা দরকার। এছাড়া তিনি খাদ্যভাস নিয়ে আলোচনা করেন, আজকের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, মন্ডলের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে জনগণের সঙ্গে কথা বললেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন: ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন অবস্থিত আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশের ৪৩ মাইল এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে এডিসি প্রশাসনের আওতাধীন এই পাহাড়ি জনপদ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এখানকার সাধারণ মানুষ।

সম্প্রতি রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই এলাকায় ঘরোয়া মতবিনিময় সভাতে অংশগ্রহণ করেন। এই ঘরোয়া সভাটি ছিল এক অর্থে 'পাহাড়ের পাদদেশে জনতার স্বর : আঠারোমুড়া এডিসি গ্রামে মন্ত্রীর ঘরোয়া শুনানি'। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা দুঃখ-দুর্দশার কথা একে একে তুলে ধরেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের কণ্ঠে উঠে আসে বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের যন্ত্রণা আর সরকারি অব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র।

সর্বাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠে আসে এডিসি ভিলেজ কার্য়ালয়ের সচিব সুমন দাসকে ঘিরে। সচিবের গড় হাজিরার কারণে মাসের পর মাস এলাকাবাসীরা নানা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বহুবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। সচিবের অনুপস্থিতির ফলে নাগরিকরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সরাসরি এই অভিযোগগুলি শোনেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে তা অবিলম্বে তুলে ধরার আশ্বাস দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, প্রশাসনিক শৃঙ্খলার নামে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ মেনে নেওয়া হবে না। এলাকার মানুষের পাশে থেকে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

এই ঘরোয়া সভায় একটি মানবিক আলোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এলাকারই উচ্চ শিক্ষিত এক যুবক মন্টু রঞ্জন দেববর্মা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিনা পয়সায় গ্রামের শিশুদের পড়াশোনা করিয়ে যাচ্ছেন। তার এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কথা শুনে মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং শিক্ষা সামগ্রী সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে "এই পাহাড়ি জনপদে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে হলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মন্টু রঞ্জনের মত যুবকেরা সমাজ গঠনের প্রকৃত সৈনিক।"মন্ত্রী আরও বলেন, 'এলাকার অধিকাংশ মানুষ এখনও অশিক্ষিত। সরকারি নানা কাজে এখনও টিপসইয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হচ্ছে। এই বাস্তবতা বদলাতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নই একমাত্র পথ।"পাহাড়ের পাদদেশে জনতার স্বর' এই ঘরোয়া সভার মাধ্যমে যেমন প্রশাসনিক বঞ্চনার চিত্র উঠে এসেছে, তেমনি মানুষের বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আশা ও স্বপ্নের আলোও উঁকি দিয়েছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সরাসরি মানুষের মাঝে এসে সমস্যা শোনার এই প্রচেষ্টা এলাকাবাসীর মনে নতুন আশা জাগিয়েছে।ত্রিপুরার প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদগুলির উন্নয়নের জন্য এ ধরনের ঘরোয়া সভা আগামী দিনে প্রশাসনিক স্তরে আরও কার্যকরী ভূমিকা নেবে এমনটিই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

চা শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার : মন্ত্রী টিংকু

আগরতলা, ২০ জুন : ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ১৭৬ টাকা থেকে ২০৪ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ৮৮ টাকা থেকে ১০২ টাকা মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন শ্রী রায় বলেন, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির হার, সর্বশেষ সংশোধিত এবং বৃদ্ধি হয়েছিল। ওই সময় প্রাপ্তবয়স্ক দের ১০৫ টাকা থেকে ১৭৬ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দের ৫২.৫০ টাকা থেকে ৮৮ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, সম্প্রতি, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সংশোধনের দাবির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার, ৪৬-সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পালের সভাপতিত্বে, ছয় মাসের জন্য ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। ত্রিপুরার চা বাগানের কর্মসংস্থানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির হার সংশোধনের সুপারিশ করার সময় এই কমিটিকে সমস্ত দিক বিবেচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিটি ন্যূনতম মজুরির হার সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান সকল ধরণের কাজের ধরনগুলিও বিবেচনা করবে। তাই গত ২৮ মে চা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি সংশোধনের জন্য স্বপ্না দাস পাল মহোদয়ার সভাপতিত্বে ও অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, সঞ্জয় বাগচী, সচিব, সুরমা ভ্যালি শাখা ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন শিলচর, আসাম এবং জয়দেব সরকার, সভাপতি, কে.কে. নগর টি. এস.এস.এস. লিমিটেড। তাই কমিটি সার্বিক দিক বিবেচনা করে, রাজ্যের চা বাগান শ্রমিকের স্বার্থে ন্যূনতম মজুরির হার ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ১৭৬ টাকা থেকে ২০৪ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ৮৮ টাকা থেকে ১০২ টাকা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে ওই সুপারিশমূলে রাজ্য সরকার চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করেছে, বলে জানান তিনি।

দুই নেশা কারবারিকে মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী

আগরতলা, ২০ জুন : নেশা কারবারি দুই যুবকের মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় উদয়পুর ছনবন জাতীয় সড়কের পাশে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে উদয়পুর ছনবন জাতীয় সড়কের পাশে দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে এসেছিলেন। প্রায় সময়ই ওই দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে আসে, বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। ওই বিষয়টি এলাকাবাসীদের নজরে আসা মাত্র তাঁদেরকে আটক করার জন্য উৎ পেতে বসে থাকেন। আজ বিক্রয় করতে আসলে তাদেরকে আটক করে মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে আটক শরিফ মিয়া

আগরতলা, ২০ জুন : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক ভারতীয় টাউটকে আটক করে পুলিশ। সে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশীদের ত্রিপুরায় প্রবেশে সাহায্য করে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জিআরপি ওসি তাপস দাস বলেন, শুক্রবার ভোরে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ, ৪৯ বি এস এফ, কালমচওড়া থানার সহযোগিতায় একটি মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয় টাউটকে আটক করে। তার নাম শরীফ মিয়া(৪২)। তার বাড়ি দুধপুকুর মসজিদের পাশে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তাকে আগরতলা জিআরপি থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে একটি বিশেষ পুলিশের টীম জোরালো ভাবে জিজ্ঞাসা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে ওই সংক্রান্ত মামলায় ওই এলাকা থেকে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারেন। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উপনির্বাচনে গত চার মাসে চালুকরা একাধিক নতুন উদ্যোগে সফল বাস্তবায়িত

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ই.সি.আই.) কর্তৃক অনুষ্ঠিত পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের (এ.সি.) উপনির্বাচনে গত চার মাসে চালু করা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নতুন উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উদ্যোগসমূহ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক যোশির পরিকল্পনায় গৃহীত হয়।

গতকাল উপনির্বাচন হয়েছে গুজরাটের ২৪-কাদি (সংরক্ষিত) ও ৮৭-ভিসাভাদার, কেরালার ৩৫-নিলাম্বুর, পাঞ্জাবের ৬৪-লুধিয়ানা পশ্চিম ও পশ্চিমবঙ্গের ৮০-কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে। মোট ১,৩৫৪টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইসিআই

এই নতুন উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে,

সব ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের জন্য মোবাইল জমা রাখার সুবিধা, উন্নত ভোটার উপস্থিতি রিপোর্ট (ষ্ট.ট্র.) শেয়ারিং করার প্রক্রিয়া, যাতে ভোট শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার ভোটার উপস্থিতির তথ্য ভোটকেন্দ্র ত্যাগের পূর্বেই আপডেট করেন। ১০০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর নিয়মিত নজরদারি রাখা যায়, সব প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য পৃথক মক-পোল প্রশিক্ষণ।

এছাড়াও, প্রায় দুই দশকের মধ্যে এই প্রথম উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী (ছ.ছ.ট্র.) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন আগামী বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এগুলির পূর্ণরূপে প্রয়োগের পথ সুগম করেছে।

প্রথমবারের মতো সব ভোটকেন্দ্রের প্রবেশপথে ই.সি. আই. প্রদত্ত মোবাইল জমা রাখার সুবিধা ভোটাররা ব্যবহার করেছেন। শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার এবং বয়স্ক, মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের অসুবিধা বিবেচনায় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবেশপথে সরল পিজনহোল বক্স বা পাটের ব্যাগ রাখা হয়, যেখানে ভোটাররা তাদের মোবাইল রেখে ভোট দিতে প্রবেশ করেন। স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

উন্নত ষ্ট.ট্র. শেয়ারিং প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার ক্ষজ্জঙ্ক অ্যাপে প্রতি দুই ঘণ্টায় সরাসরি ভোটার উপস্থিতির তথ্য এন্টি করেছেন, যাতে আনুমানিক ভোটগ্রহণের প্রবণতা দ্রুত জানা যায়। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরও নেটওয়ার্ক থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে, আর না থাকলে অফলাইনে তথ্য এন্টি করে পরে সিঙ্ক করা যায়।

পূর্বে এই তথ্য সেক্টর অফিসাররা সংগ্রহ করে ফোন বা এস.এম.এস.-এ আর.ও.-র (ট্র.ঞ্জ.) কাছে পাঠাতেন। ফলে চূড়ান্ত ষ্ট.ট্র. আপডেট করতে রাত ১০-১১টা পর্যন্ত দেরি হতো। এখন, প্রিসাইডিং অফিসার ভোট শেষ হতেই ভোটকেন্দ্র ত্যাগের আগে ক্ষজ্জঙ্ক-এ তথ্য আপডেট করেন, ফলে বিলম্ব রোধ হয়েছে। পাঁচটি উপনির্বাচনে ১০০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং-এর মাধ্যমে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ওপর কড়া নজর রাখা হয় (শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম)। আর.ও., ডি.ই.ও., সি.ই.ও. এবং আর.ও. পর্যায়ে বিশেষ মনিটরিং টিম নিয়োজিত ছিলো এই কার্যক্রম তদারকিতে।

সাব্রুম কলেজে যোগা ও সংস্কৃত জ্ঞান বিষয়ে দু'দিনের আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ জুন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজের শারীরিক শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় দর্শন গবেষণা পরিষদ(আইসিপিআর) , নিউ দিল্লী, আর্থিক সহায়তায় 'যোগব্যায়াম, সুস্থতা এবং সার্বিক বিকাশে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রভাব' এর উপর ২০-২১ জুন ২০২৫ দুদিন ব্যাপী এক আলোচনাচক্রের সূচনা হয়। আগামী কাল ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তথা শরীর ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমন্বয় সাধন ও ভূমিকা পালনের গুরুত্ব নিয়ে কলেজের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটরিয়ামে দুদিন ব্যাপী আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয় আজ। অতিথি বরন, সবুজ বৃক্ষে জল সিঞ্চন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. তপন শীল। আজ প্রথম দিন উদ্বোদক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধামা দীপা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিষ্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম.পি. নরসিংহ রাজু।

প্রফেসর রাজু যোগ দিবসের গুরুত্ব তথা আলোচনাচক্রের সার্বিক গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সুদীপ দাস। তিনি শারীরিক শিক্ষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমন্বয়ে যোগ চর্চার বর্তমান আধুনিক সমাজেও কতটা প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরেন। সকলকে নিয়মিত যোগাভাসের আবেদন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে ক্রীড়া জগতের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব জিমনাষ্টিক প্রশিক্ষক শ্রী রথীন্দ্র কুমার রায়কে সংর্বধনা দেওয়া হয়। বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর দেবরাজ পানিগ্রাহি। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল; 'যোগসূত্র অধ্যয়নে সংস্কৃত জ্ঞানের ভূমিকা'।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমএমডি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সুচরিতা চৌধুরী , বিষয়বস্তু ছিল; 'জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক ' এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীব কুমার ভৌমিক। উনার বিষয় ছিল; 'যোগ: সুস্থতা ও সুষম বিকাশ'। আলোচনাচক্রের উদ্বোদনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অনুপম গুহ। আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যনীয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষক সংসদের সাধারণ সম্পাদক ডঃ দীপঙ্কর দেব। প্রথম দিন আলোচনাচক্রের শেষে সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপ নিয়ে কথা বলেন এমএমডি কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুকেশ মিত্র। দ্বিতীয়ত দিন ছাত্রছাত্রীদের যোগব্যায়াম অভ্যাস ও যোগ দিবসের গুরুত্ব বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি থাকবে বলে কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজারের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জুন: সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজারের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে গোকুলনগর রাস্তারমাথা কমিউনিটি হলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মধ্যে দিয়ে সর্ব সম্মতি ক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজারের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। বাজার সভাপতি করা হয়েছে সুমন দেবনাথকে,সেক্রেটারি সুব্রত ভৌমিক। ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে কমিটি আগামী ৩ বছর সমস্ত নিয়ম আইন কানুন মেনে কাজ করে যাবে বলে জানান কমিটির নেতৃত্বরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর শুভ রথযাত্রা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে "বিশেষ রথযাত্রা উৎসব অফার" যা চলবে ২৩শে জুন থেকে ৩রা জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত।

১৯৬০ সালে পবিত্র রথ যাত্রার দিনই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পথ চলা শুরু হয়েছিল।

এই বিশেষ বার্ষিক অয়োজনটি এমন একটি উৎসবকে উৎসর্গ করা হয়েছে যা ঐশ্বরিক শক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে।

প্রভু জগন্নাথদেব-এর কৃপায় এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ হল, প্রভুর কৃপা ধন্য সোনার গয়নার চোখ ধাঁধানো সম্ভার। এছাড়াও থাকছে সোনা আর হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশন।

আর সব গয়নার কালেকশনের ওপর থাকছে বিশেষ ছাড়। পাশাপাশি থাকছে আকর্ষণীয় অফার, নিশ্চিত উপহার ও বিভিন্ন আকর্ষণের ডালি।

প্রত্যেক কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ৪৫১ টাকার বিশেষ ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। ১০ু ছাড় হিরের গয়নার মজুরিতে।

৭ু ছাড় প্ল্যাটিনাম গয়নার ঝ্ঞ্জ-ওপর। ১৫ু ছাড় গ্রহরত্নের ঝ্ঞ্জ-তে। এছাড়া প্রত্যেক ক্রেতা বন্ধুদের জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আশীর্বাদধন্য প্রসাদ- এর ব্যবস্থা থাকছে।

একইসঙ্গে সবসময়ের জন্য থাকা সুবিধা ও পরিষেবা, যেমন - সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়নার কেনাকাটায় বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম), পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গয়না, জ্ঙ্ক ও ওছজ্জ পরীক্ষিত গ্রহ রত্ন ও থাকছে। সব মিলিয়ে রথযাত্রা উৎসবে ক্রেতাদের জন্য চোখধাঁধানো গয়না ও উপহারের সম্ভার থাকছে।

এই বছর পুরীর প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহ দুয়ারে প্রভুর আভায় উজ্জ্বল এক সোনার গয়নার জগন্নাথদেবের বিশেষ কালেকশনের উদ্বোধন করেন মন্দিরের মুখ্য সেবায়েত পরম পূজনীয় শ্রী জগন্নাথ কুমার দ্বৈতপতি। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডাইরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা এই শুভ কর্মকাণ্ডের পাশে থেকে তাঁকে সম্মান জানান।

সাথে রথ বানানোর সূত্রধররা পাশে থেকে এই পরিবেশকে আরও পবিত্র করে তোলেন।

শ্রী জগন্নাথ কুমার দ্বৈতপতি জানান, "প্রভুর সামনে এত সুন্দর গয়নার কালেকশন উদ্বোধন করতে পেরে আমি খুবই খুশি। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর এই অসাধারণ উদ্যোগের জন্য তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিনে তারা আরও এগিয়ে চলুক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "আমাদের সংস্থার কাছে এই রথযাত্রা খুবই বিশেষ একটা উৎসব। তার কারণ আজ থেকে ৬৫ বছর আগে রথ যাত্রার শুভ দিনেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেজন্য প্রত্যেক বছর সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই শুভ অনুষ্ঠানটি আমরা বিশেষভাবে পালন করি।"

সংস্থার অপর ডিরেক্টর রূপক সাহা জানান, "এত বছর ধরে গ্রাহকরা আমাদের ওপর যেভাবে বিশ্বাস আর ভরসা রেখেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর এটাই আমাদের আরো এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রেরণা দেয়, উৎসাহিত করে। এই রথযাত্রা অফার আসলে আমাদের ক্রেতাবন্ধুদের সঙ্গে এই উৎসব উৎযাপনের একটা পথ।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর এই বিশেষ রথযাত্রা অফার কলকাতার সব শোরুমে (গড়িয়াহাট, বেহালা এবং বারাসাত) ও ত্রিপুরার সব শোরুম (আগরতলা, ধর্মনগর এবং উদয়পুর) ২৩শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত চলবে। প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক। জয় জগন্নাথ!

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas